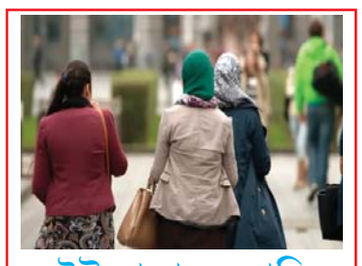

ইউরোপে সরকারি কর্মীদের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারে হিজাব

সারে-জমিন

বসিরহাটে বহিরাগত বা অভিনেত্রী চাই না পোস্টার

রূপসী বাংলা

এটা যুদ্ধ নয়, ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদের অভিযান

সম্পাদকীয়

রাসূল সা.-এর প্রিয় পোশাক কেমন ছিল

দাওয়াত

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি থেকে আপাতত বিরতিতে কোহলি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৩০ নভেম্বর, ২০২৩
১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১৫ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 322 ■ Daily APONZONE ■ 30 November 2023 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ট্যাপের জল পান করায় দলিতকে পিটিয়ে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশের বাদাউন জেলায় একটি পাবলিক ট্যাপ থেকে জল পান করার অভিযোগে ২৪ বছর বয়সী এক দলিত যুবককে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৭ নভেম্বর সোমবার রাতে উষাইত থানা এলাকার সাথরা গ্রামে কমলেশকে লাঠি দিয়ে মারধর করে সুরজ রাঠোর ও তার সহযোগীরা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত কিশোর শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে মঙ্গলবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কমলেশের মেয়ে সোমবার জল নিতে গ্রামের পাবলিক ট্যাপে গিয়েছিল। ওই সময় জল সংগ্রহ করতে গিয়ে সুরজ কোনও বিষয় নিয়ে মেয়েটিকে গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। কমলেশ শীঘ্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুরজের সাথে উত্তপ্ত তর্কে জড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় কিছু বাসিন্দাদের হস্তক্ষেপের পরে বিষয়টি সমাধান করা হয়েছিল। পরে কমলেশ যখন একটি খামার থেকে ফিরছিলেন, তখন তিন অভিযুক্ত তাকে লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে। নিহত দলিতের বাবা জগদীশের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রাঠোরকে গ্রেপ্তার করেছে ও তার বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডে বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের চিকিৎসা চলছে এইমসে

সুড়ঙ্গ থেকে ৪১ জনকে উদ্ধার করায় প্রশংসার বন্যা মুন্না কুরেশিদেরকে

আপনজন ডেস্ক: উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে নির্মাণাধীন সুলকিয়ারা টানেলে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিককে ১৭ দিনের প্রচেষ্টার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। সারা দেশে এবং বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পরিবারে আনন্দ বিরাজ করছে। কোথাও কোথাও পটকা ফাটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। শ্রমিকদের বাঁচানোর অভিযানে মুন্না কুরেশি নামে এক যুবকের ভূমিকা অসামান্য এবং অতুলনীয় বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। মান্না কুরেশি এখন হিরো হয়ে ওঠায় টক অব দ্য টাউন।

টানেলে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য সতেরো দিন ধরে বিভিন্ন পদ্ধতির চেষ্টা করা হয়েছিল, যার বেশিরভাগই ব্যর্থ হয়েছিল। অবশেষে 'র‍্যাট মাইনার' পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, যা সফল প্রমাণিত হয়।

এদিকে, সবচেয়ে কঠিন অংশটি ছিল শ্রমিকদের জন্য পথ তৈরি করতে শেষ দশ থেকে বারো মিটার খনন করা এবং এতে 'র‍্যাট হোল মাইনার'রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ইঁদুরের গর্ত খনন, একটি বিতর্কিত এবং নিষিদ্ধ খনির অনুশীলন, অল্প পরিমাণে কয়লা উত্তোলনের জন্য গর্ত খনন জড়িত।

এটি একটি আদিম পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয় যা কয়লার সিমগুলিতে পৌঁছানোর জন্য পাঁচ থেকে ১০০বর্গ মিটার পর্যন্ত ছোট গর্ত খনন করে। এই কৌশলের অধীনে, ইঁদুরের মত খনিশ্রমিকরা একটি সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ খনন করে যা একজন ব্যক্তিকে ভিতরে যেতে এবং কয়লা উত্তোলন করতে দেয়। যেহেতু সুড়ঙ্গগুলি কেবল মাত্র একজন ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত, তাই তাদের ইঁদুরের গর্ত বলা হয় এবং যারা এটি করে তাদের "ইঁদুর খনি" বলা হয়।

ইঁদুরের গর্ত মানে মাটিতে একটি সরু পথ, যেখানে একজন ব্যক্তি কয়লা তুলতে যেতে পারে। ইঁদুরের সরু গর্তের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে 'র‍্যাট হোল মাইনিং'। তবে, ভারত এটিকে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে উল্লেখ করে ২০১৪ সালে এটি নিষিদ্ধ করেছে। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, মেঘালয়ের বেশ কয়েকটি অংশে এখনও কয়লা খননের প্রথা অব্যাহত রয়েছে।

মুন্না কুরেশিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে সুড়ঙ্গের ভেতরে আটকে পড়া মানুষদের কাছে পৌঁছান এবং তাদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন"তারা আমাকে চুম্বন করেছিল, আনন্দে চিৎকার করেছিল এবং আমাকে ধন্যবাদ জানায়,"।

২৯ বছর বয়সী মুন্না কুরেশি দিল্লির একটি কোম্পানিতে র‍্যাট হোল মাইনার হিসেবে কাজ করেন। এই সংস্থাটি নর্দমা এবং জলের পাইপ পরিষ্কার করে। আমেরিকান অভিযানও ব্যর্থ হওয়ার পর আটকা পড়া শ্রমিকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য উত্তর কাশীতে আনা হয়েছিল এমন এক ডজন র‍্যাট-হোল খনি শ্রমিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। মুন্না কুরেশি গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে বলেন, "আমি শেষ পাথরটি সরিয়ে তাদের (শ্রমিকদের) দেখেছি। এর পরে আমি বেরিয়ে এসে অন্য পাশে গিয়েছিলাম, তারা আমাকে জড়িয়ে ধরে, হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ জানায়।"

তিনি আরও বলেন, "আমি আমার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, আমি আমার সহকর্মীদের জন্য এটি করেছি। তারা আমাদের যে সম্মান দিয়েছেন তা আমি কখনো ভুলতে পারব না।"

ফিরোজ নামে আরেক উদ্ধারকারী বলেন, 'আমরা যখন সুড়ঙ্গের ভেতরে পৌঁছাই, তখন আমরা আনন্দে ভরে যাই। আমি আটকে পড়া লোকদের আলিঙ্গন করেছি এবং তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছি। অভিযানের সঙ্গে জড়িত আরেক উদ্ধারকারী বলেন, 'আমরা যখন কয়েক মিটার দূরে ছিলাম, তখন সুড়ঙ্গে আটকা পড়া লোকজনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমরা তাদের বলেছিলাম যে আমরা তাদের খুব কাছাকাছি ছিলাম। আমাদের পৌঁছানোর আধা ঘন্টা পরে এনডিআরএফ কর্মীরাও সুড়ঙ্গের ভিতরে আসেন।

শেষ ১৮ মিটার খননকারী 'ইঁদুর খনন' দলের নেতা ওয়ায়েক হাসান দ্য হিন্দুর সাংবাদিক কে জানান "আমরা ২৮ ঘন্টার মধ্যে খনন কাজ শেষ করেছি," তিনি বলেন।মুন্না ও ফিরোজ ছাড়াও মনু কুমার, ওয়াকিল খান, পারসাদি লোধি এবং বিপিন রাজাউতও এই মিশনে জড়িত ছিলেন। তারা সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করতে শুরু করে এবং ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে তাদের কাজ শেষ করে।

অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল সৈয়দ আত্তা হুসেন, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের (এনডিআরএফ) সদস্য, এই অভিযানের তদারকিকারী একটি সরকারী সংস্থা, বলেছেন যে র‍্যাট মাইনাররা ২৪ ঘন্টারও কম সময়ে ১০ মিটার পথ তৈরি করেছে।

"র‍্যাটহোল মাইনিং অবৈধ হতে পারে, কিন্তু খনি শ্রমিকদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা এটিকে কার্যকর করেছে।

টানেল ধ্বংসের বিষয়ে প্রশ্ন শ্রমিকরা নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে বলে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, কিন্তু এই দুর্ঘটনা ভারতে নির্মাণাধীন টানেল প্রকল্প নিয়েও অনেক প্রশ্ন তুলেছে। যদিও এই জাতীয় বড় প্রকল্পগুলির জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রয়োজন, সিল্ক ইয়ারা টানেলকে এটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে বর্তমানে ভারতে নির্মাণাধীন ২৯টি টানেল অডিট করার নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়করি বলেছেন, "এই প্রথম এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা এই দুর্ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমরা টানেলের নিরাপত্তা অডিট করছি এবং এটি আরও ভাল হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করব।" "প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। হিমালয় অঞ্চলের ভূখণ্ড খুব আলাদা এবং এখানে কাজ করা খুব কঠিন তবে আমরা একটি সমাধান খুঁজে বের করব।" প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দীর্ঘ সিল্ক ইয়ারা টানেলটি চারধাম প্রকল্পের অংশ হিসাবে নির্মিত হচ্ছে।

তাড়াহুড়ো করে সংসদে ফৌজদারি বিল পেশ না করতে শাহকে চিঠি মমতার

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে উত্থাপিত ফৌজদারি বিলগুলি পাস করতে তাড়াহুড়ো না করার আহ্বান জানিয়েছেন। চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি আশা করি যে বিষয়টির সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে, আপনি প্রস্তাবিত বিলগুলি বর্তমান আকারে পাস করার জন্য তাড়াহুড়ো না করে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন, যা ভবিষ্যতে গুরুতর প্রকৃতির সম্ভাব্য প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে বিলগুলি রাজ্য সরকার দ্বারা বিশদভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি ইতিমধ্যে রাজ্যসভা সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২৩ সালের প্রস্তাবিত বিল নং ১২১ (ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩), ২০২৩ সালের বিল নং ১২২ (ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩) এবং ২০২৩ সালের বিল নং ১২৩ (ভারতীয় শক্তি বিল ২০২৩) সম্পর্কিত এই চিঠি লেখা হয়েছে।

চিঠিতে তিনি লিখেছেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ আইন যা আমাদের দণ্ড-ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের ভিত্তি গঠন করে। সুতরাং, বিদ্যমান ফৌজদারি-দণ্ডমূলক বিধিগুলির প্রস্তাবিত সংস্কার এবং তাদের পরিবর্তে নতুন সংবিধি গুলি আমাদের রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে বাধ্য। মমতা চিঠির মাধ্যমে বলেন যে বিদ্যমান আইনগুলি পরিবর্তন করার আগে চরম সতর্কতা এবং যথাযথ সতর্কতা প্রয়োজন কারণ প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি জনজীবনকে প্রভাবিত করবে। তিনি বিলগুলি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে আইনজ্ঞ, মানবাধিকার কর্মী এবং সাধারণ জনগণের সাথে আলোচনার আহ্বান জানান। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি ভারতের জনজীবনকেও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করবে। অতএব, আমার মতে, বিদ্যমান আইনগুলির যে কোনও পরিবর্তনের আগে চরম সতর্কতা এবং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এই ধরনের ইস্যুতে সংসদে আইন প্রণয়নের আগে সবার সাথে বিস্তৃত পরামর্শ এবং আলোচনার মাধ্যমেই এটি অর্জন করা যেতে পারে।

সংগীত, নৃত্য, নাটকের 'কলা উৎসব' এবার মদিনাতুল হুজ্জাজে

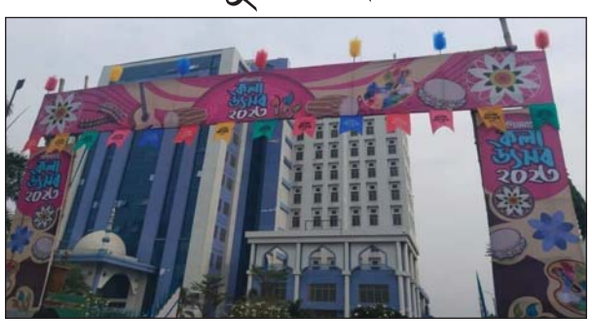

আপনজন ডেস্ক: পড়ুয়াদের শিল্প প্রতিভার বিকাশে অনন্য উদ্যোগ নিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের অন্তর্গত রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ রাজ্য ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা 'কলা উৎসব-এর আয়োজন করেছে। জেলা ভিত্তিক 'কলা উৎসব'-এরপর এবার রাজ্য স্তরের কলা উৎসবে সঙ্গীত, ভিউজুয়াল আর্ট এবং ইন্ডিভিজুয়াল চয়েজ ছাড়াও নাটক ও নৃত্য, ক্লাসিক্যাল এবং লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত অনুষ্ঠান। দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান এবছর হচ্ছে সল্টলেকের মদিনাতুল হুজ্জাজে। দু'দিনের এই বর্ণাঢ্য কলা উৎসব-২০২৩ এ সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন বিভাগ ও বিষয়ে নবম-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের শিল্পকলার বিকাশে এই উৎসবের আয়োজন। গত বছর 'কলা উৎসব' সল্টলেকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র-এ অনুষ্ঠিত এ বছর বেছে নেওয়া হয়েছে মদিনাতুল হুজ্জাজকে। কলা উৎসব ২০২৩ -এর তোরণ মদিনাতুল হুজ্জাজের প্রবেশ পথে শোভা পাচ্ছে। তবে, মদিনাতুল হুজ্জাজে সাধারণ এ রাজ্য থেকে হজে যাওয়ার জন্য পরিষেবা দিতে তৈরি করা হলেও এখন হজ মরশুম ছাড়া অন্যান্য সময়ে নানা সরকারি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। আর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে সংখ্যালঘু মহল থেকে।

উল্লেখ্য, মদিনাতুল হুজ্জাজ হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হজ সম্পর্কিত অন্যতম দফতর। গত হজ মরশুমে দেখা গেছে, মদিনাতুল হুজ্জা থেকেই এ রাজ্যের হজযাত্রীদের শুধু থাকার ব্যবস্থা নয় বিমানবন্দরে প্রবেশের ক্ষেত্রে লাগেজ চেকিংয়ের বন্দোবস্ত করা হয় বিমানযাত্রা ত্বরান্বিত করতে। সুসজ্জিত সেই মদিনাতুল হুজ্জাজকে তাই বাঙলার মুসলিমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে। রাজ্যের মুসলিমরা দৃষ্টিনন্দন মদিনাতুল হুজ্জাজ তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারিফ করলেও হাজিদের জন্য নির্মিত ভবনে নাটক, নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নেওয়া হল কেন, সেই প্রশ্নও তুলতে শুরু করেছেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

দানবীর অ্যাকাডেমি

DANBIR ACADEMY

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

ভর্তি চলছে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

9143076708 9734387558

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

◆ বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
◆ সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
◆ সঠিক বাংলা উচ্চারণ
◆ বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
◆ পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
◆ প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০/-
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩২২ সংখ্যা, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১৫ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

পাখি ঘরে ফেরে

কবি জীবনানন্দ দাশ তাহার পাখি কবিতার একাংশে লিখিয়াছেন 'এই পাখি–এতটুকু–তবু সব শিখেছে সে–এ এক বিস্ময়...।' পৃথিবীতে প্রায় ১২ হাজার প্রজাতির পাখি রহিয়াছে, তাহার এক-তৃতীয়াংশই পরিযায়ী। কিছু পাখি প্রতি বত্সর ২২ হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়া চলিয়া যায় দূর দেশে। পরিযায়ী পাখি সাধারণত ৬০০ হইতে ১ হাজার ৩০০ মিটার উঁচু দিয়া উড়িয়া চলে দিনের পর দিন। ছোট পাখিদের গতি ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার। দিনরাতে এরা প্রায় ২৫০ কিলোমিটার উড়িতে পারে। বড় পাখিরা ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত অনায়াসে উড়িতে পারে। আশ্চর্যের বিষয়, এই সকল পাখি তাহাদের গন্তব্যস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে কখনো ব্যর্থ হয় না। সমুদ্রে নাবিক যেমন কম্পাস ব্যবহার করে, এই পাখিদের দেহেও সেই রকম বা তাহার চাইতেও উন্নত কিছু কৌশল রহিয়াছে সৃষ্টিগতভাবেই। দেখা গিয়াছে, পথ চিনাইতে অভিজ্ঞ পাখিরা ঝাঁকের সামনের দিকে থাকে। নূতনরা থাকে পিছনে। ধারণা করা হয়, পাখিরা উপকূলরেখা, পাহাড়শ্রেণি, নদী, সূর্য, চাঁদ, তারা ইত্যাদির মাধ্যমেই পথ খুঁজিয়া লয়। এমনকি যেই সকল পাখি একা ভ্রমণ করে তাহাদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে, জীবনে প্রথম বার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করিলেও তাহারা ঠিকই গন্তব্যে পৌঁছাইয়া যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রই পাখিদের পথ চিনায়। হাউ ইটস লাইক টু বি আ বার্ড বইতে পক্ষিবিশারদ ডেভিড অ্যালেন সিবলে বলিয়াছেন, হয়তো নীল আকাশে রক্তিম রেখার ন্যায় চৌম্বকক্ষেত্রটি দেখিতে পায় পরিযায়ী পাখিরা। তাহার দাবি, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; কিন্তু পাখিরা তাহা বুঝিতে পারে।

পাখিরা বিস্ময়। বিস্ময় তাহাদের শরীরী গঠন, তাহাদের ভূগোলজ্ঞান, তাহার জীবনাচরণ। পাখিদের অভিজ্ঞতায় যেই বিশ্ব ধরা দেয়, তাহা অতি সমৃদ্ধ, অতি বিচিত্র। মানুষ যতগুলি রং দেখিতে পায়, পাখি দেখিতে পায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহারা অতিবেগুনি রশ্মি দেখিতে পায় বলিয়া তাহাদের বিশ্বের রং-রূপ আমাদের তুলনায় ভিন্ন। মানুষের চোখে যেই সকল পশুপক্ষী ধূসর, বিবর্ণ, পাখিদের চোখে তাহাদেরই কোনো কোনোটি দ্যুতিময়, বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল। মহান সৃষ্টিকর্তার বিস্ময়ের এক ছোট্ট নিদর্শন এই বিচিত্র পক্ষীকুল; কিন্তু সেই বিস্ময়েরও শেষ থাকে। সুদূর সাইবেরিয়া হইতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়া যখন অনুকূল পরিবেশে আসে, কিংবা গ্রীষ্মের সময় উষ্ণতা হইতে বাঁচিতে চলিয়া যায় তুলনামূলক শীতলভূমিতে, এই সকল পাখি যেন পুরা বিশ্বকে তাহাদের দুইটি ডানার নিচে কবজা করিয়া ফেলে। সে যাহা চায়, তাহাই হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অকূল পাথার–কোনো কিছুই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা যেন সকল সূক্ষ্ম ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহাদের মস্তিষ্কে, স্নায়ুতন্ত্রে, ডানার বিস্তারে। তবে জীবনানন্দ দাশ তাহার ঐ 'পাখি' কবিতার অন্য অংশের দিকটিও প্রণিধানযোগ্য। লিখিয়াছেন–'সৃষ্টির কীটেরও বুকে এই ব্যথা ভয়;/ আশা নয়–সাধ নয়–প্রেম স্বপ্ন নয়/ চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়।'

এই পাখির ডানায় যেমন মহান সৃষ্টিকর্তার নিয়ামতের বিস্ময়ছাপ রহিয়াছে, তেমনিভাবে এই পাখিকেও নিজ ক্ষমতায় শত শত মাইল নির্বিঘ্নে উড়িবার পরও কখনো কোনো দুর্বিপাকে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র অনুধাবনের ক্ষমতা, অতিবেগুনি রশ্মি দেখিতে পাইবার বিস্ময়কর দৃষ্টিশক্তি এবং সামান্য আহার নিদ্রার মধ্য দিয়া দিনের পর দিন রাতের পর রাত অকূল পাথার পাড়ি দিয়াছিল যেই দুটি ডানা–অজানা অচেনা দুর্বিপাকে হঠাত্ মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহার সকল ক্ষমতা তিরোহিত হয়। রবীন্দ্রনাথের তোতাকাহিনির গল্পের মতো মৃত তোতাপাখির পেটের মধ্যে কাগুজেবিদ্যা যেমন খসখস গজগজ করিতেছিল, তেমনি বিস্ময়কর সকল কাণ্ডকারখানা ঘটানো পাখিটি যেন হঠাত্ দুর্বিপাকে মুখ থুবড়াইয়া পড়ে। তাহার ডানার পালকে আর কঙ্কালের মধ্যে যেন সৃষ্টিকর্তার দেওয়া সকল নিয়ামত আর ব্লেসিং যেন ঝোড়ো বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিতে থাকে। পাখিরা এই বার্তায় দেয় যে, সৃষ্টিকর্তার দেওয়া সকল ব্লেসিং কখনো না কখনো ফুরাইয়া যায়।

খুশির সঙ্গে বলতে চাই যে বাইডেনের দিন শেষ!

একজন প্রেসিডেন্ট কতটা ভিতু হতে পারেন, তার স্মারক হয়ে থাকবে আলিঙ্গনটি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অক্টোবরের মাঝামাঝিতে তেল আবিবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলিঙ্গন করেন। বোঝাতে চান, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পাশে আছে, এ শুধু কথার কথা নয়। যুক্তরাষ্ট্র সত্যি সত্যিই ইসরায়েলের সঙ্গে আছে। লিখেছেন **অ্যান্ড্রু মিট্রোভিকা**।

এ কজন প্রেসিডেন্ট কতটা ভিতু হতে পারেন, তার স্মারক হয়ে থাকবে আলিঙ্গনটি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অক্টোবরের মাঝামাঝিতে তেল আবিবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলিঙ্গন করেন। বোঝাতে চান, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পাশে আছে, এ শুধু কথার কথা নয়। যুক্তরাষ্ট্র সত্যি সত্যিই ইসরায়েলের সঙ্গে আছে। দৃশ্যটি আবার মনে করুন। বাইডেন এয়ারফোর্স ওয়ান থেকে নামছেন, নেতানিয়াহু উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে উঠছে। মাথার ওপরে চক্কর দিতে থাকা 'হোয়াইট হাউসের' শব্দে নিচে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কথা প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না এ সময়। আমরা দেখলাম, নেতানিয়াহু প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগকে দেখে মাথা নাড়ছেন। ইসরায়েলি ও মার্কিন দেহরক্ষীরা পাশে দাঁড়ানো।

মিনিট কয়েক পর, বাইডেন তাঁর সেই ট্রেডমার্ক বৈমানিক রোদচশমা পরে উড়োজাহাজ থেকে নামতে শুরু করেন। বিমানের সিঁড়িতে বিরতি নেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর নেতানিয়াহুর দিকে তিনি এমনভাবে তাকান, ঠিক যেমনভাবে ভাবি নববধূ তাঁর স্বামীর দিকে তাকায়। তিনি কিছুটা বিবর্ণ ও ক্লান্ত। একসময় বিরতি ভেঙে বাইডেন উজ্জ্বল মুখ করে নেতানিয়াহুর দিকে এগিয়ে যান। তাঁর পিঠে হালকা চাপড় দেন বাইডেন। আনন্দে আত্মহারা প্রধানমন্ত্রী কিছু একটা বলেন এ সময়, উত্তরে বাইডেনও কিছু একটা বলেন।

রাজনীতিকেরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে থাকেন প্রায়ই। কিন্তু এই দুই নেতার দীর্ঘ আলিঙ্গন ছিল আন্তরিক। যার মর্মার্থ দাঁড়ায়, ইসরায়েলের অপরিহার্য পৃষ্ঠপোষক নিজে উড়ে এসেছেন এই বার্তা নিয়ে যে যুক্তরাষ্ট্র তার অপরিহার্য মিত্রের পাশে থাকবে।

কিন্তু বাইডেন ও তার সমর্থক শিবিরের অজান্তেই একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। এমনিতেই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান কিছুটা নড়বড়ে। নেতানিয়াহুর সামনে 'ব্রো' চেহারা নিয়ে হাজির হয়ে তিনি যে একাত্মতা ঘোষণা করলেন, তাতে হয়তো এবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দরজাই বন্ধ হয়ে গেল। অচিন্তনীয় হলেও সত্য যে বাইডেন তেল আবিবে গিয়ে এমন একটি সরকারের পক্ষে দাঁড়ালেন, যে সরকার বহু বছর ধরে কর্তৃত্বপরায়ণ। যে সরকারকে নিয়ে তিনি নিজেই বিভিন্ন সময় উদ্বিগ্ন থেকেছেন, এমনকি অবজ্ঞাও করেছেন।

ওই যে বলে না, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখানেও ব্যাপারটা দাঁড়াল এমন।

কয়েক সপ্তাহ পরই এই আলিঙ্গনকে বাইডেনের নির্লজ্জ কপটতা ও গোঁয়ার্তুমির প্রতীক হিসেবে ধরা হলো।

এই প্রেসিডেন্টই কিছুদিন আগে রাশিয়ার নির্দয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। অথচ তিনিই গাজা ও গাজার বাইরে ইসরায়েলের বর্বর হামলার পক্ষে দাঁড়ালেন। আরও চোখে লাগল, যখন এই প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনি শিশু, অসুস্থ ও বৃদ্ধদের ওপর তাঁর মিত্র ইসরায়েলের হামলার প্রশংসা করে সাফাই গাইলেন।

বাইডেনের এই কপটতা ও গোঁয়ার্তুমি শুধু মানুষকে আহত করেনি, নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাজ্যের মানুষকে ক্ষুব্ধও করেছে, বিশেষ করে তরুণ ডেমোক্র্যাট ও আরব-মার্কিনদের। এই ক্ষোভ-দুঃখকে সঙ্গে করে কমান্ডার ইন চিফকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে, যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে আর এক বছরও সময় নেই।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটা ভোটের ফলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়। তা হলো বাইডেন ও তাঁর একচোখা পারিষদেরা ইসরায়েলের প্রতি শর্তহীন সমর্থনের প্রভাব কতটা গভীর হতে পারে, সে সম্পর্কে ধারণা করে উঠতে পারেননি। যেমন তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি, একজন প্রযুক্তিবান্ধব ও কৌশলী রাজনীতিককে আলিঙ্গনের ফল কেমন হতে পারে। কারণ, ওই রাজনীতিককে লাখ লাখ ইসরায়েলিই পছন্দ করেন না।

বাইডেন প্রশাসনের ধারণা ছিল, ৭ অক্টোবর হামাসের প্রাণঘাতী হামলার পর ইসরায়েলকে যে কূটনৈতিক ও সামরিক সহায়তা যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে, তাকে স্বাগত জানাবে সবাই। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের বাইরে গেলেও ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি সমর্থন জানানো হবে ইতিবাচক। আদতে বাইডেনের প্রতি আরব-মার্কিনদের সমর্থন এখন দ্রুত উবে যাওয়ার পথে।

এই আলিঙ্গনের প্রেক্ষাপটে নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে বাইডেনের জনপ্রিয়তা এখন ৪০ শতাংশে নেমেছে। ক্ষমতায় আসার পর তাঁর জনপ্রিয়তার হার এখন সর্বনিম্ন।

ভোটাভুটির আয়োজকেরা বলেছেন, বাইডেনের এই আলিঙ্গন এবং হামাসকে ধ্বংসের নামে নেতানিয়াহুর যে ভয়ংকর যুদ্ধ ও হত্যা, তার প্রতি সমর্থনকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মেনে নিতে পারেননি। টেক্সাসের অস্টিনের ডেমোক্র্যাট সমর্থক মেগ ফুয়েরি (৪০) এনবিসি নিউজকে বলেন, 'আমি ইসরায়েলের প্রতি তাঁর এই সমর্থনকে সমর্থন করি না।'

মেগ ফুয়েরি একা নন। ডেমোক্র্যাটদের বড় অংশ মনে করে, ইসরায়েল প্রতিরোধের নামে গাজাকে মুছে দিতে চায় এবং একটু একটু করে পশ্চিম তীরকে দখল করে নিতে চায়। ইসরায়েল বাড়াবাড়ি করেছে।

আশ্চর্যজনকভাবে ১৮-৪০ বছর বয়সী ডেমোক্র্যাট সমর্থকেরা ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ নিয়ে বাইডেনের যে অবস্থান, তাকে সমর্থন করেন না। ভোটের একজন আয়োজক বলেন, 'এই ভোটের ফল চমকে দেওয়ার মতো। ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের প্রভাব বাইডেনের ওপর যেভাবে পড়েছে, তা আসলে চমকে যাওয়ার মতোই।'

বাইডেন প্রশাসনের ধারণা ছিল, ৭ অক্টোবর হামাসের প্রাণঘাতী হামলার পর ইসরায়েলকে যে কূটনৈতিক ও সামরিক সহায়তা যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে, তাকে স্বাগত জানাবে সবাই। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের বাইরে গেলেও ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি সমর্থন জানানো হবে ইতিবাচক। আদতে বাইডেনের প্রতি আরব-মার্কিনদের সমর্থন এখন দ্রুত উবে যাওয়ার পথে। অক্টোবরের শেষভাগে এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, আরব-মার্কিনদের মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ প্রেসিডেন্টকে সমর্থন দিচ্ছে। তিন বছর আগের তুলনায় এটা ৪২ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে।

বাইডেন প্রশাসনের ধারণা ছিল, ৭ অক্টোবর হামাসের প্রাণঘাতী হামলার পর ইসরায়েলকে যে কূটনৈতিক ও সামরিক সহায়তা যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে, তাকে স্বাগত জানাবে সবাই। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের বাইরে গেলেও ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি সমর্থন জানানো হবে ইতিবাচক। আদতে বাইডেনের প্রতি আরব-মার্কিনদের সমর্থন এখন দ্রুত উবে যাওয়ার পথে।

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-রক্তাক্ত মরদেহ, ময়লা-আবর্জনায় মাখামাখি হওয়া ফিলিস্তিনি শিশুদের ধ্বংসাবশেষ থেকে টেনে তোলার দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও টেলিভিশনের পর্দায় যত দেখানো হবে, ততই কমবে সমর্থন।

বাইডেন ও তাঁর শিবিরে যাঁরা পরিস্থিতিকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিলেন, তাঁরা ইসরায়েলকে শর্তহীন সমর্থনের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে এখন বুঝতে শুরু করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কোর্ট ও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের আদালতে একাধিক অভিযোগের মুখোমুখি হলেও ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনো হুমকি। তিনি আসন্ন নির্বাচনে শক্ত একজন প্রার্থী এবং সম্প্রতি আরও শক্তি সঞ্চয় করেছেন। ট্রাম্পকে নিয়ে মানুষের মধ্যে উন্মাদনাও বাড়ছে।

ক্ষোভ ও অসন্তোষের মুখে বাইডেন সম্প্রতি নিজেকে একজন ন্যায়পরায়ণ আপসকারী হিসেবে প্রমাণের কসরত শুরু করেছেন। যুদ্ধের প্রভাব ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের ওপর সমানভাবে পড়েছে, এটা তিনি অনুধাবন করছেন–এমন একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে।

খবর বেরিয়েছে যে তিনি দুটি চিঠি লিখেছেন। এর একটি ইসরায়েলপন্থী মার্কিনদের জন্য। যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পক্ষে আছে, এ কথার পুনরুল্লেখ করেছেন তিনি। অন্য চিঠিটি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমরা নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুতে শোক জানাই।'

এই বস্তা পচা, ছিচকাঁদুনে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বাইডেনের এই নাটক একজন আরব-মার্কিনকেও প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় না। গাজায় ইসরায়েল যা করেছে, সে ব্যাপারে তাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। বাইডেনের এই চিঠিতে তারা তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে না।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাইডেন যা করেছেন, হোয়াইট হাউসের প্যাডে লেখা চিঠি দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ হয় না।

তাই খুশির সঙ্গে আমি বলতে চাই যে বাইডেনের দিন শেষ।

আরও খুশির খবর হলো বাইডেন তাঁর এই প্রেসিডেন্ট পদ এমন একজনের জন্য খোয়াতে পারেন, যার নিজেরই অবস্থান নড়বড়ে। তিনিও যেকোনো দিন ক্ষমতা হারাবেন, ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন অহংকারী এসব প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের ভয়ংকর ক্ষোভের মুখে পড়বেন।

আমি অন্তত একজনের জন্য এমন একটা গণ-অভ্যুত্থানের অপেক্ষায় আছি। এই অভ্যুত্থান তাঁর প্রাপ্য।

অ্যান্ড্রু মিট্রোভিকা আল-জাজিরার কলাম লেখক।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

এটা যুদ্ধ নয়, ফিলিস্তিনিদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের অভিযান

এমিলি বাদারিন

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কৌঁসুলি করিম খান হামাসের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের চালানো পাইকারি হামলার বিষয়ে গত ৩০ অক্টোবর নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

সেখানে করিম খান বলেছেন, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের যেসব জায়গায় হামাস হামলা চালিয়েছে, সেসব জায়গা ঘুরে তিনি বাস্তব অবস্থা দেখার চেষ্টা করেছেন। সেখানকার সাধারণ মানুষের মধ্যে কী পরিমাণ আতঙ্ক ছড়িয়েছে এবং মানুষেরা কীভাবে স্বজন হারানোর ব্যথা নিয়ে দিন পার করছেন, এসব তিনি সবিস্তার তাঁর বক্তব্যে বলেছেন।

ইসরায়েলিদের দুর্দশার বর্ণনার এক ফাঁকে অবশ্য তিনি দু-এক লাইন গাজার কথাও বলেছেন। গাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, পরিস্থিতি সরেজমিন দেখার জন্য তিনি গাজায় ঢোকার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু এখনো তিনি সেখানে ঢুকতে পারেননি।

আইসিসির কৌঁসুলি ইসরায়েল বা ফিলিস্তিনের মানুষের দুর্দশার বর্ণনা কতটা নিরপেক্ষভাবে দিয়েছেন, তাতে অবশ্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আসে যায় না। কারণ, আন্তর্জাতিক আইন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্ণবাদী ও ঔপনিবেশিক ভিত্তি এমনভাবে গড়া হয়েছে, যাতে ফিলিস্তিনিদের দুর্দশাকে গৌণ মাত্রার গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়ে থাকে। করিম খান তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, ২০১৪ সালের আগে গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েল যুদ্ধাপরাধ করেছিল বলে যে অভিযোগ আছে, সে বিষয়ে আইসিসির তদন্ত চলমান।

খানের বক্তব্যে একটি প্রশ্ন না তুলে আর উপায় থাকে না। সেটি হলো, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ ২০১৪ সাল থেকে আইসিসি তদন্ত করে যাচ্ছে এবং এখনো তদন্ত শেষ করে বিচার শুরু করা না গেলেও এক বছরের মধ্যেই কী করে ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের জন্য রাশিয়াকে অপরাধী সাব্যস্ত ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা সম্ভব হলো?

ইসরায়েলকে কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না। অথচ ইসরায়েলের নেতারা কোনো রকম রাখঢাক না করে একেবারে প্রকাশ্যে বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের 'সম্মিলিত সাজা' দিতে হবে এবং তাঁদের জাতিগতভাবে নির্মূল করতে হবে। খোদ ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গালান্ত ফিলিস্তিনিদের 'নররূপী জানোয়ার' উল্লেখ করে গাজার 'সবকিছু নিশ্চিহ্ন' করে ফেলতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন। ইসরায়েল ও পশ্চিমারা বলে আসছে, হামাস বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের জিম্মি করে লড়াই করতে থাকায় আক্রমণের মাঝে পড়ে 'আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি' (কোলেটেরাল ড্যামেজ) হিসেবে হাজার হাজার ফিলিস্তিনির দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হচ্ছে। আইসিসির কৌঁসুলির বক্তব্যে ঠিক একই ধরনের সুর লক্ষ করা গেছে।

ইসরায়েলের দখলদারির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের অন্যতম প্রাচীন তথ্য হিসেবে ১৮৮৬ সালের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই বছর ইসরায়েলের তিকভা এলাকার কট্টর ইহুদিবাদীরা এমলাব্বিস ও আল ইয়াহুদিয়া এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছিল এবং ফিলিস্তিনিরা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

অটোমান সাম্রাজ্যের শাসনামলের ফিলিস্তিনি রাজনীতিক ও অনেক বছর ধরে জেরুজালেমের মেয়রের দায়িত্ব পালন করা নেতা ইউসুফ আল খালিদি ওই সময় যথার্থভাবেই আসন্ন উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

জায়নবাদের রাজনৈতিক জনক থিওডর হার্জেলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আল খালিদি বলেছিলেন, ফিলিস্তিনি জনগণ কখনোই ইহুদিদের উপনিবেশ ও জায়নবাদীদের 'প্রভু হওয়ার' আকাঙ্ক্ষার কাছে মাথা নত করবে না, বরং অবিচলভাবে তারা প্রতিরোধ করে যাবে। পরে ঠিক তা-ই হয়েছে। বহুবার ইসরায়েলের আগ্রাসন হয়েছে এবং প্রতিবারই ফিলিস্তিনিরা প্রতিরোধ করেছে।

ফিলিস্তিনিরা জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত জনসংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা ইসরায়েলি শাসনের কবলে রয়েছে। একের পর এক তাদের ভূমি দখল করে নেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে গাজার ওপর যে হামলা চলছে, সেদিকেই বিশ্বের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রেখে পশ্চিম তীরে অবৈধ দখলদারি বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেও ফিলিস্তিনিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

ফিলিস্তিনিরা জানে, এটি ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার যুদ্ধ নয়; বরং এটি ফিলিস্তিনের আদিবাসীদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যে বসতি স্থাপনকারী-ঔপনিবেশিক সহিংসতার ধারাবাহিকতা।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

এমিলি বাদারিন মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি, ঔপনিবেশিকতা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একজন গবেষক

প্রথম নজর

সাইবার হামলার কবলে জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জাক্সা

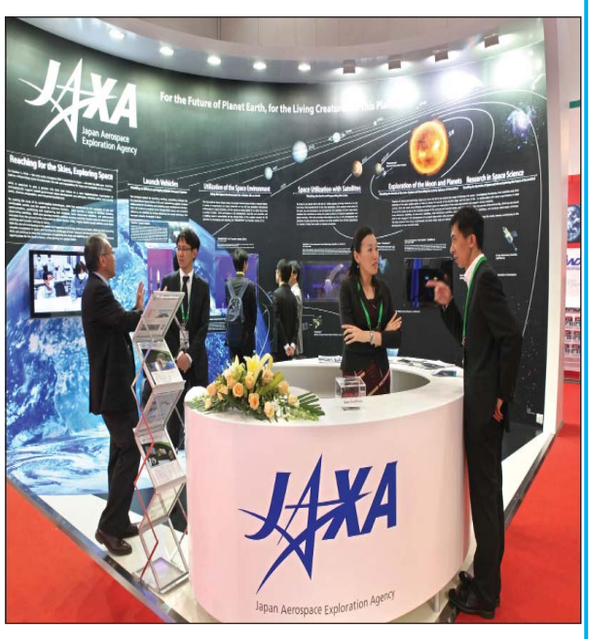

আপনজন ডেস্ক: সাইবার হামলার শিকার হয়েছে জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জাক্সা। তবে হ্যাকাররা যেসব তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে তাতে রকেট ও স্যাটেলাইট পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। বুধবার জাপান এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সির (জাক্সা) মুখপাত্র এ তথ্য জানিয়েছেন।

মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটি জানিয়েছে, নেটওয়ার্ক সরঞ্জামের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে অননুমোদিত অ্যাকসেসের ঘটনা ঘটে। সাইবার হামলার এই ঘটনা কখন ঘটেছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশে রাজি হননি জাক্সার মুখপাত্র।

তিনি বলেন, তারা একটি সংস্থার কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পর তদন্ত চালিয়ে সাইবার হামলার ঘটনাটি জানতে পারেন। তবে সংস্থাটির পরিচয় প্রকাশে রাজি হননি তিনি। সাইবার হামলার ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন জাক্সার ওই মুখপাত্র।

খরার পর ভয়াবহ বন্যার কবলে কেনিয়া, নিহত ১২০

আপনজন ডেস্ক: প্রায় চার দশক ধরে চলা খরার কবল থেকে সবে রেহাই পেয়েছে কেনিয়া। এবার ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ল। বন্যায় এ পর্যন্ত অন্তত ১২০ জন নিহত হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কেনিয়ায় ভারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে, ফলে দেশটি বন্যার কবলে পড়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেমন্ড ওমোলো জানিয়েছেন, বন্যায় অন্তত ১২০ জন মারা গেছেন। ৯০ হাজার বাড়িতে বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে। বাড়ির বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভুক্তভোগীদের জন্য ১২০টি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে।

আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, এল নিনোর জন্যই কেনিয়ায় এই ধরনের বৃষ্টি হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চালু করতে চাইছেন। কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো জানিয়েছেন, বন্যাদুর্গত এলাকার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে। প্রেসিডেন্টের অফিস জানিয়েছে, এল নিনোর প্রভাবে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। কেনিয়াজুড়ে বিদ্যুতের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ত্রাণ সংস্থাগুলো জানিয়েছে, কয়েক হাজার বাড়ি পানিতে ডুবে গেছে। বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষের জমি, রাস্তা পানির তলায় চলে গেছে। প্রচুর পশুর মৃত্যু হয়েছে। সামান্য সম্বল নিয়েই নিরাপদ অঞ্চলে ছুটছে মানুষ। কেনিয়া ছাড়াও সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ায় এল নিনোর প্রভাবে আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে। সোমালিয়ায় ৯৬ জন নিহত এবং সাত লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন।

ইউরোপে সরকারি কর্মীদের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারে হিজাব

আপনজন ডেস্ক: সরকারি কর্মচারীদের ধর্মীয় বিশ্বাস বোঝা যায় এমন ইঙ্গিতপূর্ণ কিছু পরা সদস্য দেশগুলো নিষিদ্ধ করতে পারে বলে রায় দিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সর্বোচ্চ আদালত। এর ফলে সরকারি কর্মচারীদের জন্য হিজাব নিষিদ্ধ হতে পারে।

এই ইস্যুতে গত কয়েক বছর ধরে বিভক্ত রয়েছে ইউরোপ। বেলজিয়ামের পূর্বাঞ্চলের পৌরসভা আন্সের এক কর্মীকে কর্মক্ষেত্রে হিজাব পরতে নিষেধ করলে তিনি ইইউর বিচার আদালতে মামলা করেন।

পৌরসভাটি পরবর্তীতে কর্মীদের নীতিমালাতেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে কোনো ধরনের ধর্মীয় বা আদর্শিক সঙ্কেত বহন করে এমন পোশাক পরা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। মুসলিম নারীরা মাথা ও কাঁধ ঢেকে রাখতে সাধারণত 'ইসলামিক হেড স্কার্ফ', অর্থাৎ হিজাব ব্যবহার করেন। এটা পরার অধিকার নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে ইউরোপে ব্যাপক আলোচনা চলছে।

বিচার আদালত জানিয়েছে, নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের স্বার্থে নেওয়া নীতিকে আইনিভাবে গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। তবে, যদি কোনো কর্তৃপক্ষ সাধারণ এবং নির্বিচারভাবে বিশ্বাসের ইঙ্গিত মেলে এমন কিছু পরার অনুমতি দেয় সেটাও ন্যায়সঙ্গত হবে। আদালত জানিয়েছে, ইইউ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনসেবা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিতে নিজেদের বিচক্ষণতা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে, সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পদ্ধতিগত হতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে সেটা আসলেই প্রয়োজন কিনা তাও বিবেচনায় আনতে হবে। আর এসব মানা হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের দায়িত্ব জাতীয় আদালতের বলেও জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত।

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতি বাড়তে পারে আরো পাঁচ দিন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধবিরতি আরো পাঁচ দিন বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েল সরকারের মুখপাত্র ইয়েলন লেভি।

যুদ্ধবিরতি ও সংঘাত নিয়ে ইসরায়েলের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, বন্দিবিনিময় অব্যাহত রেখে চলমান যুদ্ধবিরতির প্রক্রিয়া আরো পাঁচ দিন বাড়ানো যেতে পারে।

ইসরায়েলি সরকারের মুখপাত্র বলেন, 'হামাস যদি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া অব্যাহত রাখে, তাহলে আমরা আরো ৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেব। হামাস যখন জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করবে, তখন আমরা তাদের ওপর সামরিক চাপ সৃষ্টি করব।' গত সোমবার যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ৪৮ ঘণ্টা বাড়াতে সম্মত হয় হামাস ও ইসরায়েল। মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার গতকাল বলেছে, হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি 'টেকসই যুদ্ধবিরতি' করার বিষয়ে তারা দুই দিনের যুদ্ধবিরতির সময়টিকে কাজে লাগাবে। চলমান যুদ্ধবিরতির সম্ভাব্য পরবর্তী ধাপ নিয়ে আলোচনা করতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের গোয়েন্দা বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা কাতারে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে।

সিআইএ ও মোসাদের পরিচালকরা কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দোহায় বৈঠক করেছেন। মিসরের কর্মকর্তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডাব্লিউএইচওর সতর্কবার্তা গাজায় গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় ১৫ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। তবে ডাব্লিউএইচও বলেছে, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় গাজায় বোমা হামলার চেয়ে রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশি মানুষ মারা যেতে পারে।

সংস্থাটির মুখপাত্র মার্গারেট হ্যারিস সতর্ক করে বলেন, 'যদি গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঠিক করা সম্ভব না হয়, তাহলে বোমা হামলায় যত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, এর চেয়ে বেশি মানুষকে আমরা রোগে ভুগে মরতে দেখব।' তিনি গাজা সিটির আল-শিফা হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা ভেঙে পড়াকে 'ট্র্যাজেডি' আখ্যা দেন এবং হাসপাতালটির কয়েকজন চিকিৎসাকর্মীকে ইসরায়েলি বাহিনী আটক করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গাজায় ৪৪ হাজার ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী এবং ৭০ হাজার তীব্র শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। সংস্থাটি আরো বলেছে, শিগগির শীত আসছে। এ ছাড়া বৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতিকে আরো শোচনীয় করে তুলবে।

হামাসের একটি সূত্র বলেছে, গতকাল আরো ১০ জনকে মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল।

আজ বুধবার আরো ১০ জনকে মুক্তি দেওয়া হতে পারে। তবে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে এর সত্যতা নিশ্চিত করা হয়নি।

ইতিহাসের 'একটি অন্ধকার অধ্যায়' সহ্য করছে ফিলিস্তিনিরা: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের জনগণ তাদের ইতিহাসের 'একটি অন্ধকার অধ্যায়' সহ্য করছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। ২৯ নভেম্বর 'ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রকাশের আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষে মঙ্গলবার (২৮ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

বিবৃতিতে তিনি গাজায় দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতি ও হামাসের হাতে জিম্মি সব বন্দীদের মুক্তির জন্য তার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

গত ৭ অক্টোবরের হামলার নিন্দা জানিয়ে গুতেরেস বলেন, 'এটি ফিলিস্তিনি জনগণের সম্মিলিত শাস্তিকে ন্যায্যতা দিতে পারে না।'

তিনি গাজায় 'জীবন রক্ষাকারী সামগ্রীর অবাধ প্রবেশাধিকার, সব জিম্মি মুক্তি, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন বন্ধ করার' আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে চলমান যুদ্ধবিরতিতে গাজা উপত্যকা পরিদর্শন করে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থার (ইউনিসেফ) মুখপাত্র জেমস এল্ডার বলেছেন, 'দুঃখ ও বিষাদ গাজায় শিকড় গেড়েছে'।

মঙ্গলবার ইউনিসেফের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে তিনি বলেন, 'গাজা উপত্যকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। সেখানে ভবনের পর ভবন মাটিতে মিশে যাওয়া দেখেছি। মানুষজনের চোখেমুখে শুধু বেদনা ও হাহাকার...গাজায় যেন দুঃখ এবং বিষাদ শিকড় গেড়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এটি একটি যুদ্ধক্ষেত্র এখানে হাজার হাজার শিশু আছে, যাদের এখন কোনো স্কুল নেই, তারা ভিড়ে ঠাসা শরণার্থী শিবিরে রয়েছে, ঠান্ডায় কষ্ট করছে, তাদের পর্যাপ্ত খাবার নেই, পর্যাপ্ত পানি নেই, তারা এখন রোগের প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।'

আল জাজিরা অনলাইন জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক হামলায় প্রায় ১৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। নিহতদের তালিকায় ৬ হাজারের বেশি শিশু রয়েছে।

মঙ্গলবার গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস এক বিবৃতিতে বলেছে, 'চলমান যুদ্ধবিরতিতে গাজায় ইসরায়েলি ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা ফুটে উঠেছে, বিশেষ করে গাজা শহর ও উত্তর গাজা উপত্যকায়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিদিন ১ হাজার ট্রাক ত্রাণসহায়তা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য খাত পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। জীবনের চাকা থেমে গেছে গাজায়।'

হাসপাতালে কুয়েতের আমির

আপনজন ডেস্ক: কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আল আহমাদ আল সাবাহকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় জরুরি ভিত্তিতে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়।

বুধবার দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কেইউএনএর এক খবরে বলা হয়েছে, ৮৬ বছর বয়সী এই আমিরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তার অবস্থা এখন স্থিতিশীল রয়েছে।

কুয়েতের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে কেইউএনএর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য শেখ নাওয়াফ আল আহমাদ আল সাবাহকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে সৎ ভাই শেখ সাবাহ আল-আহমাদ আল-জাবের আল সাবাহর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় বসেন শেখ নাওয়াফ। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে ৯১ বছর বয়সে আল-জাবেরের মৃত্যু হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুদ্ধবিরতিতে যতো ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি গ্রেফতার করেছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধবিরতি দিলেও পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ধরপাকড় অব্যাহত রেখেছে। হামাসের সাথে যুদ্ধবিরতির শর্তে দেড়শ' ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে তেল আবিব। যাদের মধ্যে রয়েছে ১১৭ শিশু ও ৩৩ নারী।

আর হামাস তাদের কাছে থাকা ৬৯ জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। যাদের মধ্যে ৫১ জন ইসরায়েলি ও ১৮ জন অন্য দেশের নাগরিক।

বন্দী বিনিময়ের এই সময়ে পূর্ব জেরুজালেম থেকেই ১৩৩ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে ইসরায়েলি সেনারা।

প্যালেস্টাইন প্রিজনার্স সোসাইটির মুখপাত্র আমানি সারাহনেহ বলেছেন, 'এখানে অবরুদ্ধ দশা চলছে, চলবে। গ্রেফতার থামবে না। জনগণের এটা বুঝতে হবে যে এটা ফিলিস্তিনের বিপক্ষে দখলদারিত্ব চালানো ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় নীতি। তারা সব ধরনের প্রতিরোধ আটকে দিতে চায়।'

ওই মুখপাত্র আরো বলেন, এটা ৭ অক্টোবরের পরের বিষয় নয়। এটা তাদের প্রত্যেক দিনের অভ্যাস।

জনসম্মুখে ধূমপান নিষিদ্ধ করলো ফ্রান্স

আপনজন ডেস্ক: সমুদ্র সৈকত, স্কুলের আশপাশের এলাকা, পার্কসহ বিভিন্ন জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ করেছে ফ্রান্স। তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় ডিজপোজেবল ই-সিগারেটও নিষিদ্ধ করছে দেশটির সরকার। মঙ্গলবার দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী অরেলিন রুসো সাংবাদিকদের বলেন, প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ২০৩২ সালের ভেতর মাদকমুক্ত প্রজন্ম নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয়ভাবে ধূমপান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি আরো বলেন, সব ধরনের সিগারেটের ওপর ভ্যাট বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বর্তমানে ফ্রান্সে এক প্যাকেট সিগারেটের দাম ১১ ইউরো (১২ ডলার)।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

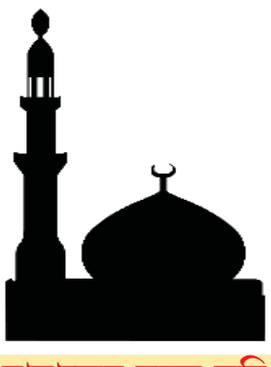

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৪	৫.৫৯
যোহর	১১.৩০	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৫	

ফিলিস্তিনি ৩০ কারাবন্দিকে মুক্তি দিলো ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুসারে পঞ্চম দিনে কারাগারে বন্দি আরো ৩০ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরাইল। এ নিয়ে চলমান যুদ্ধবিরতিতে ১৮০ ফিলিস্তিনি মুক্তি পেল। খবর আলজাজিরার। ইসরাইলি কারাগার কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে, তারা আরো ৩০ ফিলিস্তিনিকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছে। এছাড়াও ফিলিস্তিনি প্রিজনার্স ক্লাব জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী মঙ্গলবার রাতে ইসরাইলের কারাগার থেকে ৩০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ১৫ জন নারী ও ১৫টি শিশু। ইসরাইলের প্রিজন সার্ভিস (আইপিএস) জানিয়েছে, বন্দিদের পশ্চিম তীরের ওফার কারাগার এবং জেরুজালেম ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেয়া এক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার আরো ১২ জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এর মধ্যে ১০ জন ইসরাইলি আর বাকি দুজন বিদেশি। গত শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এ যুদ্ধবিরতিতে পঞ্চম দফায় মোট ৮১ জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। অন্যদিকে, আজ রাতে মুক্তি পাওয়া ৩০ জনসহ পাঁচদিনে ১৮০ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরাইলি কারাগার কর্তৃপক্ষ।

মালয়েশিয়ায় ভবন ধস, নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে নির্মাণাধীন ভবন ধসে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত তিনজনই শ্রমিক। মঙ্গলবার রাতে ভবন ধসে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে। বুধবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ফ্রি মালয়েশিয়া টুডে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত ৯.৪৫ মিনিটের দিকে মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে নির্মাণাধীন একটি ভবন ধসে পড়ে। সেই ঘটনার পর উদ্ধারকারীরা এখনো চারজন নিখোঁজ শ্রমিকের খোঁজে ধ্বংসস্তূপের নিচে সন্ধান করছেন।

জাপানে ৮ আরোহী নিয়ে মার্কিন সামরিক বিমান বিধ্বস্ত

আপনজন ডেস্ক: জাপানের একটি দ্বীপে ৮ আরোহী নিয়ে মার্কিন সামরিক বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। জাপানের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, টোকিওর ইয়োকোটা বিমান ঘাঁটি থেকে সিভি-২২ নামের একটি মার্কিন সামরিক বিমান উড্ডয়নের পর ইয়াকুশিমা দ্বীপে বিধ্বস্ত হয়েছে। বুধবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।

জাপানি সংবাদমাধ্যম এমবিসি জানিয়েছে, স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৪৭ মিনিটে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন যে বিমানটি সমুদ্রে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানটির বাম ইঞ্জিন থেকে আগুন বের হতে দেখা গেছে।

জাপানের কোস্টগার্ডের একজন মুখপাত্র বলেছেন, বিমানে থাকা আরোহী এবং এ ঘটনার বিষয়ে এখন পর্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ নেই।

হুইলচেয়ারে বসে মৃত স্ত্রীকে বিদায় দিলেন জিমি কার্টার

আপনজন ডেস্ক: সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের স্ত্রী রোজালিন কার্টারের মৃত্যু হয়েছে গত রোববার (১৯ নভেম্বর)। ৭৭ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন তিনি। মঙ্গলবার জর্জিয়ার চার্চে ছিল সাবেক এই ফার্স্ট লেডির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এদিন প্রিয় স্ত্রী রোজালিনকে শেষ বিদায় জানাতে হুইলচেয়ারে করে সেখানে পৌঁছান ৯৯ বছর বয়সী জিমি কার্টার। সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি মিরর জানিয়েছে, হসপিস কেয়ারে থাকা জিমি আড়াই ঘণ্টা যাত্রা করে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। জিমি কার্টার আসেন একটি হুইলচেয়ারে করে। সেখানে তার পায়ের ওপর একটি কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখাতে দেখা গেছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সহধর্মিণী রোজালিনর এই হৃদয় বিদারক বিদায়ে হাজির হয়েছিলেন সাবেক ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প, মিশেল ওবামা, লরা বুশ যোগসহ অন্যান্যরা। এছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সামনের সারিতে ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন। এদিন কার্টারের ছেলে জেমস তার মায়ের প্রশংসা করে বলেন, আমার মা ছিলেন সেই আঠা যে আমাদের পরিবারের রাজনীতির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবারকে একত্রিত করেছেন। এর আগে রোজালিনার মৃত্যুর পর এক বিবৃতিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট কার্টার বলেন, যখন আমার প্রয়োজন ছিল তখন সে আমাকে বিজ্ঞ নির্দেশনা এবং উৎসাহ দিয়েছিল।

প্রথম নজর

অমিত শাহর সভাই আমন্ত্রণ পাইনি, ক্ষোভ অনুপমের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সভায় বঙ্গ বিজেপির থেকে আমন্ত্রণই পাননি দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। বোলপুরে দলীয় কর্মীর বাড়িতে বসে শুনলেন শাহ ভাষণ। অনুপম জানান, এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই তিনি দিল্লিতে অভিযোগ করেছেন। তার অভিযোগ, যেহেতু বার বার বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের কথা তিনি তুলে ধরেছেন তাই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। নাম না করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও রাজ্য সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। অনুপাম বলেন, আমি এই রাজ্য থেকে একমাত্র সর্বভারতীয় সম্পাদক। প্রটোকল অনুযায়ী আমাকে আমন্ত্রণ করা উচিত। কিন্তু, ওরা ভয় পেয়েছে যদি রাজ্য বিজেপির ভুলত্রুটিগুলি বাস্তবচিত্রটা আমি অমিত শাহর কাছে তুলে ধরে হাটের হাঁড়ি যদি ভেঙে দিই। আমি বিষয়টি দিল্লিতে জানিয়েছি।

বিপর্যয় মোকাবিলায় সচেতনতা কর্মসূচি

বিশেষ প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আওয়ারেনেস প্রোগ্রাম নদিয়ার করিমপুরে। করিমপুর ওয়ান ব্লকের ব্যাপস্থাপনায় করিমপুর ওয়ান আইটিআই গভমেন্ট কলেজের সহযোগিতায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আওয়ারেনেস প্রোগ্রাম হল মঙ্গলবার। এই আয়ারনেস ট্রেনিং প্রোগ্রামটি করাল NDRF ফোর্স। এদিন প্রোগ্রামে সিভিল ডিফেন্স, অপদ মিত্র, ভিআরপি, ভিসিটি, এবং আইটিআই কলেজের স্টুডেন্টদের স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিডিএমও অমিত চৌধুরী, ইএমওই গৌতম সূত্রধর।

বসিরহাটে বহিরাগত বা অভিনেত্রী চাই না, পোস্টার তৃণমূলেরই

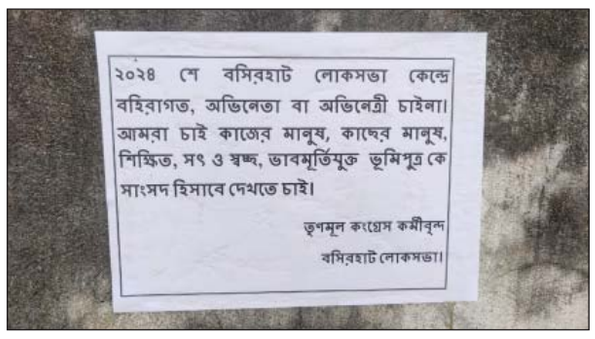

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই পোস্টারে-পোষ্টারে ছয়লাপ নুসরত জাহানের কেন্দ্র বসিরহাট। সেখানে সাফ বলা হয়েছে, বহিরাগত বা তারকা নয়, প্রার্থী হিসেবে চাই শিক্ষিত কাউকেই। মঙ্গলবার সকালে বসিরহাটের মিনাখাঁ বিধানসভার অন্তর্গত হাড়োয়া ব্লকের কুলটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলটি-সহ বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেল সাংসদ নুসরত জাহান বিরোধী পোস্টার। কোনওটিতে লেখা, "লোকসভার প্রার্থী হিসেবে বহিরাগত কাউকে চাই না।" কোনও পোস্টারে লেখা, "অভিনেত্রী বা অভিনেতা না, সৎ ও শিক্ষিত মানুষ চাই।" নীচে লেখা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ, বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র। লোকসভা ভোটের আগে এই পোস্টার নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে তৃণমূল। এ বিষয়ে হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণী দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বাহার আলি বলেন, "শুনেছি একাধিক পোস্টার পড়েছে। এখানকার সাংসদের উপর ক্ষোভ থাকতে পারে মানুষের। আমরা চাই ঘরের ছেলেমেয়েকেই এখানে প্রার্থী করা হোক।" কুলটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাবিব মোল্লা বলেন, "পোস্টারকে দিয়েছে জানি না। আমরা চাই এলাকার মানুষ, কাজের মানুষ। ভদ্রমানুষ হলে আমাদের ভালো হয়। সে মহিলা হতে পারে পুরুষও হতে পারে।"

অভিষেকের তৎপরতায় ডায়মন্ডহারবারের গ্রামে কাঠের সেতুর সংস্কার

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: এলাকার সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে ডায়মন্ড হারবার লোকসভার সাংসদ তথা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় মাথুর অঞ্চল খোলা খালি গ্রামের কাঠের সেতুর প্রায় লক্ষাধিক টাকার ব্যায়ে পুনর্গঠন সংস্কৃত নতুন করে তার নির্মাণ কাজ করা শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এক্ষেত্রে বিশেষ প্রচেষ্টা নেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার তৃণমূল পর্যবেক্ষক সামীম আহমেদ ও ২ নম্বর ব্লক তৃমুল কংগ্রেসের সভাপতি অরুমোয় গায়েন। এই সেতটি দীর্ঘদিন খারাপ অবস্থায় ছিল, নতুন করে নির্মাণের ফলে দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ কমবে সেতুর দুই পারের গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের। ফলে বদলে যাবে তাদের জীবনযাত্রাও। এদিন সেই কাঠের সেতুর কাজ শুরু হয়, তাই পরিদর্শনে গিয়ে এলাকার জনসাধারণ মানুষদের কে সঙ্গে নিয়ে ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন তিনি জানান যদিও এই কাঠের সেতুটি আগেই নির্মাণ করা ছিল, ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ১ নম্বর ব্লক ও ২ নম্বর ব্লকের মধ্যে কিছু গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের জন্য বিচ্ছিন্ন ছিল। সাধারণ মানুষের সুবিধার্তে আত্মীয়ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় এই কাঠের সেতু পুনর্গঠন নতুন করে সংস্কৃত করা হয়। এই সেতু আবার পুনর্গঠন নতুন করে সংস্কার করায় এলাকার সাধারণ মানুষ খুশি এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি দের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জানান।

নসিপুর রেল ব্রিজের কাজ চলছে গতিতে, নতুন বছরে সেতু দিয়ে চলতে পারে ট্রেন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দেখতে দেখতে এক বছর অতিক্রান্ত। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে শুরু হয়েছিল থমকে থাকা নসিপুর-আজিমগঞ্জ রেল সেতুর বাকি অংশের কাজ। এক বছরে কাজ এগিয়েছে দ্রুত গতিতে। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলাবাসী সহ পূর্ব ভারতের কাছে প্রশ্ন, এখন কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নসিপুর-আজিমগঞ্জ রেলব্রিজের কাজ? কতদিন লাগবে ট্রেন চলাচলের জন্য?

সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে আজিমগঞ্জ জংশন পর্যন্ত নতুন রেললাইন পাতার কাজ শেষ। চলছে রেললাইন ঝালাইয়ের কাজ। ইতিমধ্যে ব্রিজ রং করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রেললাইনে পাথর ফেলার কাজও শেষ। সিগনাল লাগানোর কাজ চলছে এক্সপ্রেসের গতিতে।

এখন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া বাকি রয়েছে। আর হয়তো মাত্র কিছুদিন, তারপরেই সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়ে ট্রায়াল রান শুরু হয়ে যাবে। সেতু পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষ হলেই নতুন বছরে এই সেতু দিয়ে গড়াতে পারে রেলের চাকা।

গত ২৯শে জুলাই পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অমরপ্রকাশ দ্বিবেদী রেলব্রিজের কাজ সরজমিনে পরিদর্শনে করেন। সেদিন সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছিলেন, 'ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাবে এবং নতুন বছরেই ফেব্রুয়ারি মাসে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' সেইমতো কিছুটা কাজ বাকি রয়েছে যেটি সম্পন্ন হলেই রেলের ট্রায়াল রান শুরু হবে। ব্রিজ চালু হলেই পূর্ব ভারতের পর্যটন থেকে বাণিজ্যিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন আসবে। ভারতীয় রেল গড়বে নতুন ইতিহাস।

প্রসঙ্গত, ১৮৭২ সালে নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেললাইন পাতা হয় এবং সেটি বহরমপুর পর্যন্ত প্রশস্ত করতে আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে একটি রেলসেতু নির্মাণ করা হয় ব্রিটিশ আমলে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি মালগাড়ি সহ কাঠের রেল সেতুটি ভেঙে পড়ে ভাগীরথী নদীতে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় ভাগীরথীর পূর্বপাড়ের সঙ্গে পশ্চিম পাড়ের। পুরনো ব্রিজের ধ্বংসাবশেষের পিলার এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে জিয়াগঞ্জ শ্মশান ঘাটের পাশেই।

১৯৯৫ সালে প্রাক্তন সেনাকর্তা আব্দুর রউফ খান পুরনো ব্রিজের স্থানে গিয়ে নারকেল দড়ি ও মাছ ধরার তগি দিয়ে ভাগীরথীর গভীরতা মাপতে শুরু করেন। মুর্শিদাবাদ জেলা রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন নামের সংগঠন তৈরি করে চলতে থাকে আন্দোলন-চিঠি প্রদান। অবশেষে ২০০১ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকাকালীন রেল প্রকল্পের প্রস্তাব পাস হয়। ২০০৪ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর রেল সেতুর শিলান্যাস করেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব। ২০০৬ সালে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়, ২০১০ সালে কাজ শেষ হয়ে এপ্রিল মাসে উদ্বোধন হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি।

ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে আজিমগঞ্জের দিকে চর মহিমাপুর ও মাহিনগর দিয়াড় মৌজায় সাড়ে সাত একর জমি অধিগ্রহণ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়, থমকে যায় নসিপুর রেলব্রিজের কাজ। দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর অবশেষে ২০২২ সালের ৩০ শে নভেম্বর জেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে পুনরায় কাজ শুরু করে ভারতীয় রেল।

দেখতে দেখতে কাজ শুরু হওয়ার এক বছর পার। আর মাত্র কিছুদিনের অপেক্ষা, তারপরেই শুরু হবে নসিপুর আজিমগঞ্জ রেল ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল।

প্রধান ও সরকারি কর্মচারীকে প্রাণে মারার হুমকিতে ছড়াল চাঞ্চল্য

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: প্রাণে মারার হুমকির প্রধান ও সরকারি কর্মচারীকে। এমন ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মানিকচকে পঞ্চায়েতে সাধারণ সভা চলাকালীন প্রধান ও সরকারি কর্মচারীকে প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ বিরোধী দলনেত্রীর স্বামীর বিরুদ্ধে। মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর অঞ্চলের তৃণমূলের প্রধান আঞ্জুনারা খাতুন দলীয় ও বিরোধী সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নিয়ে এক সাধারণ সভা ডাকেন। সভা চলাকালীন গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী তথা কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য শামীমা পারভীনের স্বামী সুফি কামাল ওরফে পিন্টু সহ তিনজন দুষ্কৃতী সভাকক্ষে প্রবেশ করে তার মতো কাজ বন্টনের দাবি তুলে প্রথমে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক অনিন্দ দাস কে হুমকি দেন বলে অভিযোগ।তারপরে পঞ্চায়েত প্রধান আঞ্জুনারা খাতুনকে সঠিক কাজ বন্টনের দাবিতে প্রাণে মারার হুমকি দেন বলে অভিযোগ। পুলিশকে খবর দিতেই সেখান থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতিসহ বিরোধী দলনেত্রীর স্বামী। ঘটনাস্থলে আসে মানিকচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই মর্মে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত

কর্মচারীদের তরফে লিখিত ভাবে বিডিও কে জানানো হয়েছে।এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গোপালপুর অঞ্চল প্রধান অঞ্জুনারা খাতুন বলেন " আমাদের সাধারণ সভা চলছিল। এর মধ্যে হঠাৎ করে বিরোধী দলনেত্রীর স্বামী সুফিকামাল ওরফে পিন্টু দুষ্কৃতিদের নিয়ে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। দুষ্কৃতীরা কোমরে গামছা বেঁধে তার মধ্যে অস্ত্র নিয়ে এসেছিল। আমি প্রাণের আতঙ্কে আছি। কিভাবে আমি পঞ্চায়েত অফিসে আসবো। আমার সকল পঞ্চায়েত সদস্যরা ও আতঙ্কে রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে সঠিক তদন্ত করে দুষ্কৃতীদের শাস্তির ব্যবস্থার আবেদন করছি।" সাধারণ সভায় উপস্থিত মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের বক্তব্য " প্রধানের চিঠি পেয়ে এই সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। সভার পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট চলার পর। তিন চার জন দুষ্কৃতী কালো রঙের ভয়ঙ্কর পোশাক পড়ে রণং দেহি অবস্থায় গামছায় করে আগ্নেয়াস্ত্র সহ প্রবেশ করে সভাকক্ষে। নির্মাণ সহায়ককে বলে সঠিকভাবে কাজ বন্টন না করলে প্রধান সহ সকল মেম্বার কে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয়।"

এই বিষয়ে সভায় উপস্থিত কংগ্রেস সদস্য সহরুল হক বলেন " আমি নিজেই কংগ্রেসের সদস্য। হঠাৎ করে বিজেপির বিরোধী দলনেত্রীর স্বামী দুষ্কৃতীদের নিয়ে এসেছে ও হুমকি দিয়েছে। আমি এই বিষয়ে আমাদের দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো"। এ বিষয়ে বিরোধী দলনেত্রীর স্বামী সুফি কামালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। তিনি পলাতক বলে জানা গেছে।

মানববন্ধন সোসাইটির রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কুলতলি

আপনজন: রক্তদান মানে জীবনদানকে পাথেয় করে অনুষ্ঠিত করল সুন্দরবন মানববন্ধন সোসাইটির রক্তদান শিবির। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার কুলতলীর পূর্ব তেঁতুল বেড়িয়ায় এই রক্তদান শিবির করে। সংগঠনের এক কর্মকর্তা জানান, এটা দ্বিতীয় বার্ষিকী রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবিরে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় তিন শত মানুষ রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল হান্নান সাহেব, বিশিষ্ট কবি হাবিবুল্লাহ ঢালী, মাওলানা নুর উদ্দিন, মাস্টার আলম বারি, ডাক্তার আরাফাত, আতিকুল মন্ডল, মুরসালিন গাজী, প্রফুল্ল চন্দ্র, শৈলেন গায়েন, মাওলানা দেলোয়ার হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুলতলী ও ক্যানিং থানার বিশিষ্ট আলেম-ওলামা সমাজসেবক ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মাওলানা আনোয়ার হোসেন ফাতেহি সাহেব।

ছবি: আবদুস সামাদ মণ্ডল

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মেয়ের বাড়িতে ঘুরতে এসে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু প্রৌঢ়ার

নাজিম আক্তার ● পুখুরিয়া

আপনজন: ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হল বয়স ষাটের এক ব্যক্তির।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে মালদহের পুখুরিয়া থানার পীরগঞ্জ এলাকায়। দুর্ঘটনার পর থেকে চালক পলাতক। ঘাতক লরিটিকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে আসেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম তেনু শেখ।বাড়ি মালদহের মোথাবাড়ি থানার মেহেরাপুর গ্রামে। মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দুর্ঘটনার তদন্তে নামেন পুখুরিয়া থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তেনু শেখ পুখুরিয়া থানার সুলতানগঞ্জে মেয়ের বাড়ি এসেছিলেন।এদিন দুপুরে সাইকেল চালিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন।সেই সময় একটি ট্রাক পেছন দিক থেকে সাইকেলটিকে ধাক্কা মারে। মাথার উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে যাই। ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয় বলে খবর। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রানাঘাটে বিনা ব্যয়ে চক্ষু ও স্বাস্থ্য শিবির

সালমান হেলাল ● রানাঘাট

আপনজন: রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা ইরা মৈত্র স্মরণে রাউতাড়ী লোকনাথ বাবার আশ্রমে মানব সেবার উদ্দেশ্যে রানাঘাট লায়ন্স ক্লাব ও চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় বিনা ব্যয়ে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং ২৫০ জন দুস্থদের মধ্যে দুপুরের আহার বিতরণ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাকলা ধামের চেয়ারম্যান- নবকুমার দাস, চাকলা ধামের কোষাধ্যক্ষ স্বপন সেন এবং গোপালবাবু, ডক্টর প্রকাশ মল্লিক, কাশীনাথ বসাক, অজয় চট্টোপাধ্যায়, সমীরন ঘোষ।

৩০ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা চলবে

জেলা বইমেলার আয়োজন নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ২৮ তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বই মেলার আয়োজন নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বুধবার।

বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া সভাগৃহে আয়োজিত এ দিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার, বালুরঘাট সদর মহকুমা শাসক দেবাশিস চৌধুরী, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, জেলা জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের আধিকারিক তনুময় সরকার, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র, জেলা গ্রন্থাগারিক অনুপ কুমার মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন কমিটি গঠনের পাশাপাশি সুষ্ঠুভাবে বইমেলা সম্পন্ন করতে অনান্য নানা বিষয় স্থির করা হয়।

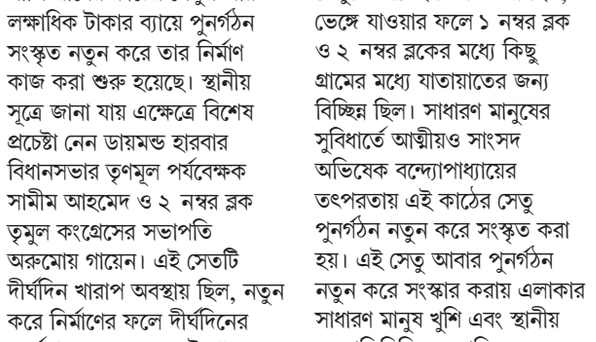

জানা গিয়েছে, ২৮ তম জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে বালুরঘাট শহরের হাই স্কুল ময়দানে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সাত দিন ধরে চলবে জেলা বইমেলা।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার জানান, 'বইমেলাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষকে আরো বেশি করে বইয়ের প্রতি আগ্রহ আমরা কিভাবে বাড়াতে পারি, সেই বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।'

এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র জানান, 'নতুন পাঠক তৈরি করতে হবে। বই থাকবে, বই মেলাও থাকবে কিন্তু নতুন করে যদি পাঠক তৈরি করা না যায়; তাহলে বইমেলার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।'

এ বিষয়ে জেলা গ্রন্থাগারিক অনুপ কুমার মন্ডল জানান, 'বইমেলার কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি ৮ টি উপ-সমিতি গঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটি কমিটির যারা জয়েন কনভেনর রয়েছেন, তাঁরা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবেন।'

জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে রাতের অন্ধকারে চাষের জমিতে কুপিয়ে খুন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: রাতের অন্ধকারে চাষের জমিতে কুপিয়ে খুন করা হল ৫৮ বছর বয়সি এক বৃদ্ধকে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার তদন্তে নামল চাপড়া থানারপুলিশ। জানা গেছে, ধানের জমিতে বুনো শুয়োরের উপদ্রব, তাই নিয়ত পাহাড়া দিতে হয় রাতে।গভীর রাতে ধানের জমিতে পাহারা দেওয়ার সময় পাশের কলাবাগানের গাছ নষ্ট করতে দেখে ফেলেন তিন দুষ্কৃতিকে। অপরাধের কথা গোপন রাখতে ধানের জমিতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।বুধবার সকালে ওই ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়।পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে জানায়।মৃত ব্যক্তির নাম সাধন বিশ্বাস (৫৮), পড়শিদের সাথে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল দীর্ঘদিনের,জার জেরে এই খুন , এমনটাই পরিবারের দাবি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ, শুরু হয়েছে তদন্ত।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,কৃষ্ণনগর পুলিশ

জেলার অন্তর্গত চাপড়া থানার দৈয়ের বাজার এলাকায় চাষের জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বুনো শুয়োরের উপদ্রব।গভীর রাতে ধানের জমি তছনছ করে দেয় শুয়োর। তাই প্রতিরাতে পাহারা দিতে হয় নিয়ম করে।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধানের জমি পাহারা দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন সাধন বিশ্বাস।সকালে সেই জমি থেকেই তার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন।মৃতের ছেলে প্রসেনজিৎ বিশ্বাস দাবি, ধানের জমির ঠিক পাশেই কলাবাগানে গাছ নষ্ট করছিল দুষ্কৃতরা তা দেখে ফেলাতেই খুন করা হয়েছে সাধন বাবুকে। সাধন বিশ্বাসের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে চাপড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষনা করে।মৃতের স্ত্রী পদ্ম বিশ্বাসের অভিযোগ "পড়শীদের সাথে জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল। সকালে পাশের জমির কাঁটা কলা গাছ পাওয়া গেছে।অনুমান কলা গাছ নষ্ট করার সময় বাবা দেখে ফেলায় স্বামীকে খুন করা হয়েছে"।পরিবারের পক্ষ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ে করছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।চাপড়া থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শক্তি নগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।।

প্রয়াত অস্তরাগ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক

সেখ রিয়াজউদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর সহকারী প্রধান শিক্ষক হারাধন পাল আজ বুধবার সকাল ৮-৩০ মিনিট নাগাদ নিজগৃহ লোকপুর থানার কমলপুর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। বয়স্ক জনিত কারণে শারীরিক সক্ষমতা ভেঙ্গে পড়লেও ভেঙ্গে পড়েনি সাহিত্যের প্রতি তার লেখনির ধার, বন্ধ হয়নি কলম। তিনি লোকপুর হাইস্কুলে দীর্ঘদিন সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করে গেছেন নিষ্ঠার সাথে। সেই সময়কালে তিনি স্কুলের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ এবং ইংরেজি গ্রামার বই লিখেছিলেন। পাশাপাশি সাহিত্য সাধনায় তিনি বেশ কিছু কবিতার বই প্রকাশ করেন।কবিতার বই প্রকাশ পায়- "কবিতা মালঞ্চ","পঞ্চপ্রদীপ" প্রভৃতি । প্রবন্ধ বিষয়ক পুস্তিকা রয়েছে- "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে পঞ্চাশের মন্বন্তর"। ছোট গল্পের পুস্তিকাও প্রকাশ পেয়েছে- "গল্প মল্লিকা", "অভিনব বিয়ে" ইত্যাদি। তিনি বহু গবেষণামূলক লেখাও লিখেছেন। সম্প্রতি

সরস্বতী নদীর উৎস নিয়ে গবেষণা মূলক লেখা প্রকাশ পেয়েছে পত্রিকায়। কমলপুর গ্রামের পাশেই বহমান শাল নদীর উপরে যেমন লেখা রয়েছে, পাশাপাশি টুসু গান, ভাদু গান নিয়েও কলম ধরেছেন। এছাড়া স্থানীয় লোক শিল্পী নারায়ণ কর্মকার সহ অন্যান্য লোকশিল্পী এবং কবিদের নিয়েও তিনি তার কলমের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তাদের নানান বৃত্তান্ত। বর্তমান মোবাইলের যুগেও রেডিও ছিল তার নিত্যসঙ্গী। প্রতিদিন নিয়ম করেই তিনি রেডিওতে প্রাত্যহিকী অনুষ্ঠান শুনতেন। সেখানে তিনি লেখাও পাঠাতেন নিয়মিত। লোকপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতার সময়কালে অন্যান্য চাকরির সুযোগ সুবিধা পেলেও এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা গ্রাম ছেড়ে তিনি শহর মুখী হতে চাননি। তাই গ্রামের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

প্রথম নজর

ধূপগুড়িতে চালু হল ‘বঙ্গশ্রী’ আলু বীজের ন্যায্য মূল্যের দোকান

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: প্রায়ই খবরের কাগজ খুলতেই বা টিভিতে চালু হতেই দেখা যায় আলু বীজের কালোবাজারির খবর। আর সেই কালো বাজাতে বাদ পরেনা জলপাইগুড়ি জেলাও। কয়দিন আগেই খবর হয়েছিলো জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে নিম্নমানের আলু বীজ রোপণ করে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো এক চাষী। তাই চাষীদের কথা মাথায় রেখে জলপাইগুড়ি কৃষি দফতর ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ধূপগুড়িতে চালু হল ‘বঙ্গশ্রী’ আলু বীজের ন্যায মূল্যের দোকান। জানা যায়, বাজার চাইতে অনেক কম মূল্যে চাষীদের জন্য উন্নত মানের আলু বীজ সরবরাহ করবে কৃষি দফতর। যেখানে বাজারে ভালো মানের আলু বীজ কিনতে কুইন্টাল প্রতি ৪৫০০ থেকে ৫৫০০ হাজার টাকা অবধি গুনতে হয় আলু চাষীদের। সেখানে বঙ্গশ্রী স্টলে তা ২০০০ থেকে ২২০০ টাকা কুইন্টালেই পাবেন বলে জানান কৃষি আধিকারিকরা। তবে শুধু ধূপগুড়িতেই নয় এর পাশাপাশি টাকিমারি ও জলপাইগুড়ি সদর সহ আরও বেশ কয়েকটি বঙ্গশ্রী স্টল চালু হবে বলে জানা যায়।

এদিন ধূপগুড়ির স্টল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার কৃষি দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ) বৃন্দাবন চন্দ্র রায়, ধূপগুড়ির সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন এবং ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সুব্রধর সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষি দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ) বৃন্দাবন চন্দ্র রায় বলেন, ভিন রাজ্যের আলুর বীজের চাহিদা কমাতেই মূলত এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যে তৈরী আলু বীজ দিয়েও ভালো ফলন মিলবে। থেকে আনা বীজ বহুমূল্য দিয়ে কিনতে হয় এখানকার চাষীদের, তাই চাষীদের কথা মাথায় রেখেই সরকারের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে কম মুল্যে চাষীরা আলু বীজ ক্রয় করতে পারেন বঙ্গশ্রী স্টল থেকে।

চড়া দামে সারের বিরুদ্ধে সরব নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার সাঁকরাইলের রামচন্দ্রপুরে এক রক্তদান শিবিরে এসে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী সারের চড়া দাম, ডিএ বৃদ্ধি না হওয়া প্রভৃতি নিয়ে সরব হলেন। রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়ে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী অভিযোগ করেন, সারের কালোবাজারি হচ্ছে। কৃষকদের চড়া দামে সার ক্রয় করতে হচ্ছে। তাই তিনি বিষয়টি নিয়ে বিধানসভার এটা নিয়ে সরব হয়েছেন বলে জানান নওমাদ আরও বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সেদিনই সচল হবে যেদিন দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের হাতে টাকা থাকবে, সমাজের সব শ্রেণির মানুষের হাতে টাকা থাকবে। এই কথা বললেই বিজেপির দালাল বলা হচ্ছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন, এই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিলেন কেন্দ্রীয় সমহারে যারা ডিএ দিতে পারেনা তাদের রাজ্য চালানোর অধিকার নেই। আজ তাহলে ওনার জবাব উনি নিজেই পেয়ে যাবেন। নওশাদ আরও বলেন, আমরা চাইনা সরকারি কর্মচারীদের অতিরিক্ত ছুটি। তাদের থেকে যেমন কাজ বুঝে নেওয়া হোক, তেমন তাদের প্রাপ্য ডিএ দেওয়া হোক এটাই আমরা চাই।

বাংলার মোড় মুক্তি সংঘের রক্তদান শিবির

মনজুর আলম ● জয়নগর

আপনজন: সামাজিক দায়বদ্ধতা ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যার্থে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের বাংলার মোড় মুক্তিসংঘ পরিচালনায় সম্প্রতি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত, গজল নাইট ও যাদু প্রদর্শনী অনুষ্ঠান হয়।

পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে রক্তদান করেন ১০০ জন। মহিলাদের সংখ্যা বেশি ছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা মন্ডল , জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়ারুল হক, ক্লাবের সম্পাদক জাহাঙ্গীর লস্কর সহ বহু গুণীজন।

মুক্তি সংঘের সম্পাদক জাহাঙ্গীর লস্কর বলেন, আমরা প্রতিবছর

বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দুঃস্থ অসহায়দের সাহায্য করে থাকি। এবারে রক্তদানের পাশাপাশি তিন দিন ধরে বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছি। এই অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকাবাসীর উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

এছাড়া তিনি জানান, বাংলার মোড় মুক্তি সংঘ বড় আকারে শীঘ্রই তারা ফুটবল প্রতিযোগিতা করতে চলেছে।

ই-শ্রম কার্ড করে দেওয়ার নামে শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রতারণা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ই শ্রম কার্ড করে দেওয়ার নামে শ্রমিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন নথি ও বায়োমেট্রিক সংগ্রহ করে প্রতারণার অভিযোগ, গ্রেফতার দশ।

নিজেদের রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মী হিসাবে পরিচয় দিয়ে শ্রমিকদের ই শ্রম কার্ড করে দেওয়ার নামে বিভিন্ন নথিপত্র ও বায়োমেট্রিক সংগ্রহ করে প্রতারণার অভিযোগে ১০ জনকে গ্রেফতার করল ছাতনা থানার পুলিশ। গতকাল গ্রেফতার হওয়া ওই দশ জনকে আজ বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ৪২০ নম্বর ধারায় প্রতারণা সহ বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল বাঁকুড়ার ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশনের রেক পয়েন্টে যখন শ্রমিকরা রেলের রেক লোড আনলোডের কাজ করছিলেন সেই সময় দশ জন লোক সেখানে যান। নিজেদের

রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মী হিসাবে পরিচয় দিয়ে শ্রমিকদের ই শ্রম কার্ড করে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়।

অভিযোগ ই শ্রম কার্ড করে দেওয়ার নামে ওই ব্যাক্তিরা শ্রমিকদের কাছ থেকে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড সহ বায়োমেট্রিক সংগ্রহ করেন। প্রায় দেড়শো জনের কাছ থেকে নথি ও বায়োমেট্রিক সংগ্রহের পর স্থানীয় শ্রমিকদের একাংশের মধ্যে সন্দেহ হয়। এরপর স্থানীয় শ্রমিকরাই ওই দশজনকে ঘিরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রত্যেকেই অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। এরপর শ্রমিকরাই ছাতনা থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই দশজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে শ্রমিকদের অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই দশজনকে গ্রেফতার করে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ । পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের বাড়ি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। ধৃতদের প্রকৃত পরিচয় জানার চেষ্টা চালানোর পাশাপাশি শ্রমিকদের নথিপত্র ও বায়োমেট্রিক সংগ্রহের আসল উদ্যেশ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

ব্রজলাল চক থেকে কুঁকড়াহাঁটি পর্যন্ত রাস্তা আঁধার কাটিয়ে আলোর পথে!

আনোয়ার হোসেন ● হলদিয়া

আপনজন: ব্রজলাল চক থেকে কুঁকড়াহাঁটি পর্যন্ত রাস্তা অন্ধকার কাটিয়ে আলোর পথে!গত দু’বছর ধরে টানা-পড়নোর পর অবশেষে ব্রজলালচক মোড় থেকে কুকুড়াহাটি পর্যন্ত রাস্তার ধারে পথ বাতি মেরামতির জন্য ৯০ লক্ষ টাকা টেন্ডার ডেকেছে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ কর্তৃপক্ষ (এইচডিএ)।

কলকাতা থেকে হুগলি নদী পেরিয়ে সরাসরি হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে আসার প্রবেশ পথ হিসেবে পরিচিত এই সড়ক। প্রায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয় সম্প্রতি বালুঘাটা থেকে কুঁকুড়াহাঁটি পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার সড়ক সম্প্রসারণ করে ডবল লেন করা হয়েছে। সম্প্রসারণের সময় রাস্তার দুপাশে লাগানো কয়েক কোটি টাকা পথবাতি নষ্ট হয়ে যায় বলে জানা যাই ফলে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পথ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে প্রায় দু বছরের বেশি সময় ধরে। নষ্ট হয়ে যাওয়া পথবাতী মেরামতি করে আলো জ্বালাতে পিডব্লিউডি রোডস সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থা এবং এইচডিএ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এইচডিএকে বারবার চিঠি দিয়ে সমস্যার কথা জানান পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা।বাসিন্দারা সবর হয় বার বার,ফলে নড়েচড়ে বসে এইচডিএ।বালুঘাটা থেকে কুঁকড়াহাঁটি পর্যন্ত সড়ক পথ হলদিয়া থেকে কলিকাতা যোগাযোগের শতাব্দি প্রাচীর রাস্তা।এই রাস্তার পাশে রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ থাকতেন ঘোষের মোড় নামেই পরিচিত এলাকায়।সেই সময়কালে এটি ছোট রাস্তা ছিল কেবলমাত্র সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করার মত ছিল। পরবর্তীকালে এই রাস্তা সম্প্রসারণ হয়েছে।ওই পথে সুতাহাটা নন্দীগ্রাম খেজুরি থেকে মানুষজন কলকাতা যাওয়া, যাতায়াত করতেন।কলিকাতা থেকে খেজুরি পর্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাম লাইন

কুকড়াহাটি হয়ে গিয়েছিল।তারও আগে বালুঘাটা কুঁকড়াহাঁটি সড়ক চিঠি আদান-প্রদানের জন্য ডাক রোড হিসেবেই পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে সড়কটি পাকা হলেও সিঙ্গেল লেন ছিল।বর্তমানে এইচ ডি এ হস্তক্ষেপে এই রাস্তা কলকাতা হলদিয়া শহর যোগাযোগের কুঁকড়া হাঁটি হুগলি নদীর রো রো ভেসেল চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। আর রো রো ভেসেল করে খুব কম সময়ে কলিকাতা পর্ণবাহী যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল করার পরিকল্পনা হয়েছে সেই লক্ষ্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে কংক্রিট সড়ক গড়া হয়েছে।ব্রজলাল চক মোড়ের কাছে ১১৬ জাতীয় সড়কের রাস্তাটি যুক্ত হওয়ার শিল্পাঞ্চল ঘিরে তৈরি হয়েছে রোড নেটওয়ার্ক।কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সড়কে দীর্ঘদিন আলো না থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের,এলাকার বাসিন্দারা বলেন ব্রজলাল চক থেকে কুকুড়া হাঁটি পর্যন্ত সড়কে দুপাশ ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় প্রতি দিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের বেড়েছে দীর্ঘদিন আলো না থাকায় চুরি ছিনতাই ব্যাপক হারে বেড়েছে একই সঙ্গে বেড়েছে দুর্ঘটনা।রাস্তা সম্প্রসারণের সময় পথবাতী সমস্ত কেবিল লাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছে বহু পথবাতী স্তম্ভ কংক্রিটের ব্যাচমেট ভেঙে পড়ে গিয়েছে হেলে রয়েছে চুরি হয়ে গিয়েছে দামি এলইডি ল্যাম্প। হলদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা হরিহর চক্রবর্তী বলেন সড়ক অন্ধকার থাকা দুর্ঘটনা ছিনতাই বাড়লেও এইচডির কোন হেলদোল নেই দীর্ঘদিন ধরে ওরা ঢিলামি করছে। সিপিএম নেতা অমিতাহ পাল বলেন এইচডি গাফিলতিতেই মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে কিন্তু ওরা চোখ বুজে রয়েছে।তৃণমূল নেতৃত্ব প্রাক্তন হলদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আলক রঞ্জন দাস বলেন এইচডি একে বারবার জানানোর পর তারা নড়েচড়ে বসেছে।এইচডি চেয়ারম্যান জ্যোতির্ময় কর বলেন ওই রাস্তার পাশে পি এইচ ই কাজ করার সময় অথবা কেবিল বাঁচিয়ে কাজ করেনি ফলের লাইট ড্যামেজ হয়ে যায়।এগুলি সরানোর জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে বাজার কমিটিগুলির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা চলছে। কারণ বাজার এলাকার জায়গা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।এইচডিএ চিপ একজিকিউটিভ অফিসার কোস্তাম সুধীর বলেন ব্রজলাল চোক থেকে কুঁকুড়া হাঁটি পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার সড়কে পথবাতি মেরামতি ও নতুন করে বসানোর জন্য ৯০ লক্ষ টাকার টেন্ডার ডাকা হয়েছে আশা করা হচ্ছে তিন মাসের মধ্যেই কাজ শেষ হবে।

অন্তর্জালিক কবিতা বাসর কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গত রবিবার বাংলার জনরব নিউজ পোর্টালের সাহিত্য শাখার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল এক ব্যতিক্রমী আন্তর্জালিক কবিতা বাসর। এই বাসরে অংশ নিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মনীষা চক্রবর্তী, কবি ও ছড়াকার সুশান্ত পাড়ুই, সাহিত্যিক সামসুল হুদা আনার এবং বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী গোপা দে। অনুষ্ঠানের সূচনায় একটি কালজয়ী রবীন্দ্র সংগীত ‘একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণে এসো হে’ পরিবেশন করে ব্যতিক্রমী কবিতা বাসরের সুর বেঁধে দেন মনীষা। বাংলার জনরবের সাহিত্য সম্পাদক সেখ আব্দুল মান্নান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিলে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন বাংলার জনরবের সম্পাদক, বিশিষ্ট শিক্ষক ও কলামিস্ট সেখ ইবাদুল ইসলাম। তিনি উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলার জনরবের মাসিক আন্তর্জালিক অনুষ্ঠানের মূল

উদ্দেশ্য হলো গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিভাধর লেখক ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে মূল স্রোতের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। যাতে তারা বৃহত্তর পরিসরে তাদের প্রতিভাকে মেলে ধরতে পারে। ছড়াকার এসুশান্ত পাড়ুই তাঁর পরিচয়ে নিজেকে সাহিত্য সংস্থা ‘মুক্ত বলাকা’র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের পরিচয় দিয়ে স্বরচিত একটি দীর্ঘ ছড়া সংগীতের লয়ে পরিবেশন করেন। সাহিত্যিক সামসুল হুদা আনার তাঁর নিজের পরিচয়ে লেখালেখির প্রারম্ভিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বাচিক শিল্পী গোপা দে বলেন, লেখালিখি ও কাব্যচর্চার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ অমৃতবাজার, যুগান্তর পত্রিকার কর্মকর্তাদের লেখালিখি দেখে। কর্মজীবনে শিক্ষকতার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা করে এসেছেন। কথাগুলি বলে তিনি সেখ আব্দুল মান্নানের ‘আলবিদা পঁয়ষট্টি ‘ আবৃত্তি করে সবাইকে মুগ্ধ করে দেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সেখ আব্দুল মান্নান স্বরচিত একটি কবিতা ও একটি অনুগল্প পাঠ করে শোনান। অনুষ্ঠান পরিসমাপ্তি হয় অতিথি শিল্পী প্রোফেসর ড. মনীষা চক্রবর্তীর রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে।

এক মাসে মাঠ থেকে সেচের ৫০টি পাম্প চুরি, তদন্তে পুলিশ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ থানার গুধিয়া এলাকায় গত কয়েক মাসে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টি সেচের কাজে ব্যবহৃত মোটর পাম্প চুরির ঘটনা ঘটে। বারংবার প্রশাসনকে জানিয়েও সেখানকার কৃষকদের কোনো সুরাহা হয়নি। মঙ্গলবার গভীর রাতে আবারো একটি মোটর পাম্প চুরি হয় গুধিয়া এলাকায় মাঠের মধ্যে থেকে। লালবাগ সুভাষচন্দ্র বোস সেন্টিনারি কলেজের প্রফেসর রবিউল ইসলাম শিক্ষকতার পাশাপাশি কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। তার মোটর পাম্প চুরি হয় মঙ্গলবার রাতে। ইটের মজবুত দেওয়াল ভেঙে এবং মোটরের তালা ভেঙে ঘরের মধ্যে থেকে মোটর পাম্পটি চুরি করা হয়। ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় মুর্শিদাবাদ থানার গুধিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে। প্রফেসর তথা কৃষক রবিউল ইসলাম বলেন, ‘প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টি মোটর পাম্প গত কয়েক মাসে চুরি হয়েছে এলাকায়। বারংবার মোটর পাম্প কেনা হয়, কিন্তু সেই মোটর পাম্প আবারও চুরি হয়। মোটর পাম্প চুরির ঘটনায় পুলিশ মাঝেমধ্যে কয়েকজনকে আটক করলেও পরবর্তীতে ছেড়ে দিচ্ছে অভিযুক্তদের। তার ফলে কৃষকদের কোনো সুরাহা হচ্ছেনা, বরং পাম্প চুরির ঘটনা আরও বেড়েই চলেছে। মোটর পাম্প চুরি হওয়ায় জলের অভাবে কৃষকদের চাষেও সমস্যা হচ্ছে।’

উল্লেখ্য, গত বছর দুয়েক থেকে গুধিয়া এলাকায় হেরোইন আসক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কখনো গাড়ির ব্যাটারি আবার কখনো মোটর পাম্প চুরি করে তারা। এই চুরির পেছনেও তাদেরই হাতে রয়েছে বলে অনুমান কৃষকদের।

কিন্তু পুলিশ বা প্রশাসন কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে না বলে অভিযোগ করে স্থানীয় কৃষকরা। যার ফলে মোটর পাম্প মালিকদের পাশাপাশি কৃষকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফসলে জল দিতে না পেরে। প্রশাসনের কাছে স্থায়ী সমাধানের আর্জি জানাচ্ছে কৃষকরা। চুরির ঘটনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগীত অবমাননার অভিযোগ

সুব্রত রায় ● কলতাতা

আপনজন: বিধানসভায় জাতীয় সংগীত চলাকালীন বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে তা অবমাননা করার অভিযোগ আলো তৃণমূল। এ বিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিধানসভার অধ্যক্ষ ও বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিধানসভার পক্ষ থেকে স্লোগান কে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ডিসি সেন্ট্রাল সহ স্থানীয় হেয়ার স্ট্রীট থানাকে বিধানসভায় ডেকে আনা হয়।বুধবার ধর্মতলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আচমকা রাজ্য বিধানসভায় ঢুকে পড়েন শুভেন্দু অধিকারী। চিৎকার করে চোর চোর মমতার চোর স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধীদল নেতা। একই সঙ্গে বলতে থাকেন চাকরি চোর , ডি এ চোর। তার সঙ্গে থাকা বিজেপির অন্যান্য বিধায়করা ও স্লোগান দিতে শুরু করে ‘চোর ধরো জেল ভরো’। নিমেষে বিধানসভা চত্বরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত

হয়ে ওঠে। শুভেন্দু অধিকারী যখন বিধানসভা চত্বরে স্লোগান দিচ্ছিলেন, সেই সময় বিধানসভার ভেতরে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসেছিল তৃণমূল বিধায়করা রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ তুলে কালো পোশাক পড়ে তারা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এবার তৃণমূল বিধায়করা পাল্টা চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন শুভেন্দুকে দেখে। প্লাকাড নিয়ে মাটিতে বসে পড়েন শুভেন্দু। সেখান থেকে ত্রিশ ফুট দূরে বসেছিল তৃণমূল বিধায়করা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বুঝতে পেরে অধ্যক্ষ ডিসি সেন্ট্রালকে সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি দেন।

বেড়াচাঁপার নূরে আলম চাইল্ড মিশনে শিশু মনস্তত্ব বিষয়ক সেমিনার

এম মেহেদী সানি ● বেড়াচাঁপা

আপনজন: বেড়াচাঁপার হাদিপুর গড়ে অবস্থিত নূরে আলম চাইল্ড মিশনে “আমাদের শিশু,আমাদের ভবিষ্যৎ” বিষয়ে একটি বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন হাশিমিয়া ইন্টার ন্যাশনাল একাডেমীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট মুফাসসির হোসেন। তিনি বলেন, শিশুরা আমাদের সবকিছু অনুকরন করে। এজন্য শিশুদের সামনে আমাদের ইতিবাচক ও সৎকর্ম করতে হবে। আজকের শিশু একদিন দেশ ,সমাজ,জাতীর কাছে বড়ো হয়ে উঠতে পারে।” আলহাজ্ব আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বেড়াচাঁপা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক রাজীব হাসান,ইংলিশ ডাইজেস্ট পয়েন্টের প্রতিষ্ঠাতা ই. আহমেদ, শিক্ষক আব্দুর রহমান প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানে মিশনের সেরা পিতা-মাতাদের পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি সমাজের কান্ডারী শিক্ষক- শিক্ষিকাদের বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। মিশনে সেরা শিক্ষিকার পুরস্কার অর্জন করেন আরজিনা বিবি,স্টার টিচার ও সুপার টিচার হিসাবে সম্মাননা দেওয়া হয় যথাক্রমে পারভীনা খাতুন ও নাজমা বিবিকে। মিশনের প্রধান শিক্ষিকা রেহেনা পারভীন বলেন, “গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় আবস্থিত হলেও আমরা সর্বদা গুনমানসম্পন্নতা বজায় রাখি। পিতা-মাতাদের শিশু মনস্তত্ব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতে আমাদের এই সেমিনারের আয়োজন।” সেমিনারে নূরে আলম চাইল্ড মিশনের দুই শতাধিক অভিভাবক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাজার সম্মুখে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

আজিম শেখ ● নলহাটি

আপনজন: আবারো পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল নলহাটি র এক যুবকের । ঘটনাটি বীরভূমের নলহাটি শহরের অন্তর্গত পালোয়ান বাবার মাজারের সামনে গতকাল গভীর রাত্রে দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা যায় মৃত ব্যক্তির পরিজনের কাছ থেকে জানা যায় মৃত যুবকের নাম আকাশ ভকত, পিতার নাম শিবনাথ ভকত ,বাড়ি নলহাটি থানার অন্তর্গত আশ্রমপাড়া।স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন গতকাল গভীর রাত্রে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সাত সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা পড়ে থাকতে দেখেন একটি বাইক ও ওই যুবককে। তড়িঘড়ি খবর দেয়া হয় নলহাটি প্রশাসনকে। তারপর দেহ উদ্ধার করে রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। রামপুরহাট হাসপাতালে ডাক্তার বাবুরা মৃত বলে ঘোষণা করেন আকাশকে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।আজ ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে নিজের বাসগৃহে নিয়ে আসা হবে নলহাটির আশ্রমপাড়ায় বলে জানা যায়।

জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: আবারও জাতীয় সড়কের উপর ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সাতসকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ জনের। বুধবার সকালে জাতীয় সড়কের দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের হুগলির গুড়াপ থানার কংসারিপুর মোড়ে ইঞ্জিন ভ্যান এবং ডাম্পারের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ৪ চারজনের। মৃতরা হলেন ২৬ বছরের জীবনদীপ বাউল দাস,৩২ বছরের মঙ্গলদীপ বাউল দাস, ৩৫ বছরের বিশ্বজিৎ রায় ও ২২ বছরের দিবাকর সিং। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি হুগলির গুড়াপ থানার সিয়াপুর গ্রামে।

ঐ চারজন শ্রমিক প্রতিদিনের মতো আজকেও ইঞ্জিন ভ্যানে করে ঢালাই এর কাজে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি ডাম্পার এসে ধাক্কা মারে ইঞ্জিন ভ্যানে।

দুর্ঘটনার পর গুরুতর জখম অবস্থায় চারজনকেই উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে । সেখানে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

الدعوة
দাওয়াত

- রাসূল সা.-এর প্রিয় পোশাক কেমন ছিল
- দুশ্চিন্তা ও অলসতা দূর করার আমল

- আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না
- ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

রাসূল সা.-এর প্রিয় পোশাক কেমন ছিল

আতাউর রহমান

চাদর রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি প্রিয় পোশাক ছিল। তিনি বেশির ভাগ সময় লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করতেন, যা খুব শক্ত ও মোটা হতো। তবে তিনি এমন চাদর পরিধান করতেন না, যাতে দুর্গন্ধ তৈরি হয়। তিনি ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক অপছন্দ করতেন।
তাঁর অন্যান্য পোশাকের মতো চাদরেও বৈচিত্র্য ছিল। নিম্নে মহানবী সা.-এর চাদর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :
১. পাড়যুক্ত চাদর পরিধান : একাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবীজি সা. পাড়যুক্ত চাদর পরিধান করতেন এবং তা পছন্দ করতেন।
২. চাদরের পরিমাপ : মহানবী সা.-এর চাদর চার হাত লম্বা ও আড়াই হাত প্রশস্ত ছিল। এক বর্ণনা অনুসারে তা ছয় হাত লম্বা ও সাড়ে তিন হাত প্রশস্ত ছিল। তবে আল্লামা ওয়াকেদি (রহ.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর চাদর তিন হাত লম্বা ও সর্বনিম্ন দেড় হাত চওড়া হতো।
৩. চাদরের রং : রাসূলুল্লাহ সা. লাল রঙের হুল্লা পোশাক ব্যবহার করতেন। চাদর ও লুঙ্গি এ দুটির সমন্বয়ে হতো হুল্লা পোশাক। এটা মূলত ইয়েমেনের দুটি চাদর ছিল। তাতে ইয়েমেনের আর সব চাদরের মতো লাল ও কালো সুতার বুননি থাকত। কালোর মধ্যে কিছু লাল সুতার রেখা থাকত। ইসলামে শুধু লাল পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। এ ছাড়া নবীজি সা.-এর দুটি সবুজ চাদরও ছিল। তবে এখানে সবুজ দ্বারা সবুজ রেখাবিশিষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। হাদিসে এসেছে, নবীজি সা. জামা ও হিবরা চাদর পছন্দ করতেন। হিবরা চাদরের চারপাশে লাল পাড় থাকে। নবীজি সা. কালো চাদরও পরিধান করেছেন। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. একদিন সকাল সকাল বের হলেন। তখন তাঁর গায়ে কালো পশমের একটি চাদর ছিল।
৪. যেমন চাদর পরিধান করতেন : রাসূলুল্লাহ সা. সাধারণত সুতি পোশাক পছন্দ করতেন। তবে কখনো কখনো পশম ও রেশমের পোশাকও পরিধান করেছেন। বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আয়েশা (রা.) একটি পুরনো কম্বল ও মোটা সুতার চাদর বের করেন এবং বলেন, নবী সা. এই দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।
৫. যে এলাকার চাদর পছন্দ করতেন : রাসূলুল্লাহ সা. কেমন পোশাক পছন্দ করতেন প্রশ্ন করলে আনাস (রা.) বলেন, হিবরা। হিবরা হলো এক ধরনের ইয়েমেনি চাদর। তিনি এটা পছন্দ করতেন, কেননা এর বেশির ভাগ সুতা ইয়েমেনে তৈরি হতো। এলাকাটি নিকটবর্তীও ছিল। কখনো কখনো তিনি সিরিয়া ও মিসরের তৈরি কাপড়ও পরতেন। যেমন কিবতি চাদর। সেগুলো সিল্কের ছিল। কিবতিরা সিল্ক তৈরি করত।
৬. যেভাবে চাদর পরতেন : আল্লামা ইবনে ইউসুফ শামি (রহ.) উল্লেখ করেছেন, হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইস্তিসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজে নিজের শরীরের চাদর ঘুরিয়ে নেন। এতে প্রমাণিত হয়, তিনি চাদর পরতেন মাথার ওপর দিয়ে। আর তিনি মাথা ও দুই কাঁধের ওপর চাদর ফেলে রাখতেন, তা জড়িয়ে নিতেন না।
৭. চাদরের মূল্য যেমন হতো : রাসূলুল্লাহ সা. সাধারণত কম দামের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করতেন। যেগুলোর মূল্য পাঁচ থেকে সাত দিরহামের বেশি ছিল না। আবার কখনো কখনো খুবই মূল্যবান চাদর পরিধান করেছেন। যেগুলোর মূল্য তিন হাজার দিরহামের বেশি ছিল। মূল্যবান চাদর ও পোশাকগুলো হাদিয়ার ছিল এবং তিনি তা বিশেষ বিশেষ সময়ে পরিধান করতেন।
সূত্র : জাদুল মাআদ, খাসায়েলে মুস্তফা

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না

ফয়সাল

হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-র বরাতে এই হাদিসের বিবরণ আছে। তিনি জানিয়েছেন যে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছিলেন, আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির কাজ শেষ করার পর আত্মীয়তার সম্পর্ক উঠে বলল, '(আমার এই উঠে দাঁড়ানোটা) আপনার কাছে বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর উঠে দাঁড়ানো।'
তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে তোমার সঙ্গে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব।'
সে (রক্তের সম্পর্ক) বলল, 'অবশ্যই।'
আল্লাহ বললেন, 'তাহলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হলো।'
এর পর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা চাইলে (এই আয়াতটি) পড়ে নাও, 'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো তারা, যাদের আল্লাহ অভিশপ্ত করে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।' (সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২২-২৩)
বুখারি, হাদিস: ৪,৮৩০

শীতে তাহাজ্জুদ নামাজের সওয়াব ও উপকারিতা

আপনজন ডেস্ক: আমাদের দোরগোড়ায় শীতকাল প্রায় এসেই গেছে। আর হাদিসে শরিফে এই শীতকালকে ইবাদতের বসন্তকাল বলা হয়েছে। সাহাবি আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'শীতকাল মুমিনের বসন্তকাল'। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস, ১১৬৫৬)
শীতের রাতে মুমিনদের জন্য মহান প্রভুর দরবারে নিজেকে সঁপে দেওয়ার অবারিত সুযোগ থাকে। এই সময় শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের সওয়াব ও উপকার সীমাহীন। তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত ও গুরুত্বের ব্যাপারে কোরআন ও হাদিসে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন, 'শীতকালকে স্বাগতম। কেননা তা বরকত বয়ে আনে। শীতের রাত দীর্ঘ হয়, যা কিয়ামুল লাইলের (রাতের নামাজ) সহায়ক এবং দিন ছোট হওয়ায় রোজা রাখতে সহজ'। (শুয়াবুল ঈমান, বাইহাকি, ৩৯৪০)
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারিমে রাতের ইবাদতের কথা বলেছেন। বর্ণিত হয়েছে, 'রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়বে, যা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত ইবাদত। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে 'মাকামে মাহমুদে' পৌঁছাবেন'। (সূরা: বনি ইসরাইল, আয়াত: ৭৯)
অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ পালনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী'। (সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৭)
রাতের ইবাদত সম্পর্কে হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন; কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে এমন, যে আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দেব। কে আছে এমন, যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব'। (বুখারি, হাদিস: ১১৪৫)

আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের উপায়

মাইমুনা আক্তার

গুনাহের প্রতি আসক্তি মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। জেনে হোক, না জেনে হোক, বুঝে হোক, না বুঝে হোক, মানুষ গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা গুনাহ হয়ে গেলে মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করে নেয়। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, মানুষ মাত্রই গুনাহগার (অপরাধী)। আর গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাকারীরাই উত্তম। (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৯৯)
আর মানুষ যখন নিজের ভুল উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর কাছে খাঁটি অন্তরে তাওবা করে, তখন মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তাই গুনাহ হয়ে গেলে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তবে যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদের সংশোধন করেছে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। অতএব, এদের তাওবা আমি কবুল করব। আর আমি অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৬০)
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর সীমা লঙ্ঘন করার পর কেউ তাওবা করলে এবং নিজেকে সংশোধন করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
' (সুরা : মায়েদা, আয়াত : ৩৯)
তাই গুনাহের পাল্লা যতই ভারী হোক না কেন, বান্দাকে প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর অনুতপ্ত হবে, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবে—এটাই আল্লাহর বেশি পছন্দ। নবী-রাসূল ছাড়া কোনো বান্দার শতভাগ গুনাহমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এটা মহান আল্লাহর নিয়ম। এটাই দুনিয়াবাসীর জন্য পরীক্ষা।
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন, আমি তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা যদি পাপ না করতে তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে এমন সম্প্রদায় বানাতেন, যারা পাপ করে ক্ষমা চাইত এবং তিনি তাদের মাফ করে দিতেন। (মুসলিম, হাদিস : ৬৮৫৮)
এর মানে এই নয় যে গুনাহর ব্যাপারে আমাদের বেপরোয়া হয়ে পড়তে হবে। ইচ্ছাকৃত গুনাহে লিপ্ত হতে হবে, বরং প্রতিটি মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। তবু মানুষ হিসেবে গুনাহ হয়েই যাবে, গুনাহ হয়ে গেলে দ্রুত মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। এটাই মহান আল্লাহর নির্দেশ। পবিত্র কোরআনে মহান
আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা তীব্র গতিতে চলো নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৩)
মহান আল্লাহ সবাইকে পাপের পথ ছেড়ে জান্নাতের পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দুশ্চিন্তা ও অলসতা দূর করার আমল

দুঃখ ও দুশ্চিন্তা মানুষকে নিঃসঙ্গ করে দেয়। সব সময় এসব থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া মুমিনের কর্তব্য। মহানবী সা. এসব পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করতেন। আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি দীর্ঘকাল রাসূল সা.-এর সেবা করেছি।
আমি তাকে নিম্নের দোয়াটি বেশি পড়তে শুনেছি-
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»

উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযানি, ওয়াল আজাযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া দালায়িদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজালি।'

অর্থ : 'হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের নিপীড়ন থেকে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর : ৫৪২৫)

তাওবার গুরুত্ব

আক্তার হোসেন

গুনাহের প্রতি আসক্তি মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। জেনে হোক, না জেনে হোক, বুঝে হোক, না বুঝে হোক, মানুষ গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা গুনাহ হয়ে গেলে মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করে নেয়। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, মানুষ মাত্রই গুনাহগার (অপরাধী)।
আর গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাকারীরাই উত্তম। (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৯৯)
আর মানুষ যখন নিজের ভুল উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর কাছে খাঁটি অন্তরে তাওবা করে, তখন মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তাই গুনাহ হয়ে গেলে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তবে যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদের সংশোধন করেছে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। অতএব, এদের তাওবা আমি কবুল করব। আর আমি অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৬০)
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর সীমা লঙ্ঘন করার পর কেউ তাওবা করলে এবং নিজেকে সংশোধন করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা : মায়েদা, আয়াত : ৩৯)
তাই গুনাহের পাল্লা যতই ভারী হোক না কেন, বান্দাকে প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর অনুতপ্ত হবে, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবে–এটাই আল্লাহর বেশি পছন্দ। নবী-রাসূল ছাড়া কোনো বান্দার শতভাগ গুনাহমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এটা মহান আল্লাহর নিয়ম।
এটাই দুনিয়াবাসীর জন্য পরীক্ষা। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন, আমি তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা যদি পাপ না করতে তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে এমন সম্প্রদায় বানাতেন, যারা পাপ করে ক্ষমা চাইত এবং তিনি তাদের মাফ করে দিতেন। (মুসলিম, হাদিস : ৬৮৫৮)
এর মানে এই নয় যে গুনাহর ব্যাপারে আমাদের বেপরোয়া হয়ে পড়তে হবে। ইচ্ছাকৃত গুনাহে লিপ্ত হতে হবে, বরং প্রতিটি মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। তবু মানুষ হিসেবে গুনাহ হয়েই যাবে, গুনাহ হয়ে গেলে দ্রুত মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। এটাই মহান আল্লাহর নির্দেশ। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা তীব্র গতিতে চলো নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য।'
(সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৩)
মহান আল্লাহ সবাইকে পাপের পথ ছেড়ে জান্নাতের পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে নেতৃত্ব একটি শব্দ যা শুধু রাজনৈতিক বিষয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু আসলে এর অর্থ হতে পারে যেকোনো স্তরে অন্যদের জন্য দায়িত্ব নেয়া। এর অর্থ হতে পারে আপনার পরিবার, আপনার ছাত্রছাত্রী, আপনার কর্মচারী, অথবা আপনি যাদের জীবন উন্নত করতে সাহায্য করার জন্য দায়িত্বশীল মনে করেন তাদের দায়িত্ব নেয়া।
নেতৃত্ব অংশত হয় জন্মগত, তবে অন্য যেকোনো দক্ষতার মতো, যে কেউ প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে এটি অর্জন করতে পারে। নেতৃত্বের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই, বরং ব্যক্তির প্রস্তুতি ও তার দায়িত্বের প্রকৃতির ওপর এটি নির্ভর করে।
আমরা দেখব কিভাবে মুহাম্মদ সা: যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে একজন নেতা ছিলেন এবং যে গুণাবলি তাকে প্রতিটি ব্যক্তির সাথে তার ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি অনুযায়ী আচরণ করতে সক্ষম করেছিল। এই অধ্যায়ের লক্ষ্য কেবল মদিনার ঘটনাগুলো বর্ণনা করা নয়, যা ইতোমধ্যেই মহানবীর ঐতিহ্যবাহী জীবনীতে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে, বরং আপনি কিভাবে আপনার পরিবারের একজন নেতা হতে মদিনায় মুহাম্মদ সা:-এর জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারেন তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখানে। আপনার চাকরি বা অন্য কোনো দায়িত্ব, এমনকি যদি এর অর্থ শুধু নিজের জন্য দায়িত্বও হয় সে ক্ষেত্রেও।
মদিনা
প্রথমে আমরা মদিনা এবং এর জনগণের দিকে নজর দেবো এবং কিভাবে মুহাম্মদ সা: উভয়ের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেটি দেখব।
আজকের সৌদি আরবের পশ্চিমে মদিনা, যার উত্তরে উহুদ পর্বত এবং দক্ষিণে আইর পর্বতের মধ্যে অবস্থিত। এর রয়েছে বৃষ্টির পানির গতিপথের পাড়ে খেজুর গাছের সবুজ মরূদ্যান, উর্বর মাটি, ভূগর্ভস্থ পর্যাপ্ত পানি এবং ওয়াদি বা নিচু উপত্যকা, যা মৌসুমি নদীতে পরিণত হয়।
মদিনা আগে ইয়াসরিব নামে পরিচিত ছিল এবং মক্কা থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। ইসলামের আগে মক্কার মতো মদিনার একই ধরনের ধর্মীয় মর্যাদা ছিল না, আর তাই গোত্রীয় লড়াইয়ের সীমাবদ্ধতাও ছিল না। অথবা এটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রও ছিল না, আর এটি বাণিজ্য কাফেলার রুটেও পড়েনি।
মদিনার বলার মতো তেমন কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। অথবা এখানে কেন্দ্রীয় জেল বা পুলিশ বাহিনীও ছিল না, যদিও তা ভৌগোলিকভাবে মক্কার চেয়ে বড় ছিল। এর পরিবর্তে, মদিনার প্রতিটি পাড়ার নিজস্ব দুর্গ ছিল যা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তাদের আলাদা এবং রক্ষা করত। আর তাই মদিনা প্রায় ৭৮টি পৃথক দুর্গ থাকার জন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল।
নবী মুহাম্মদ সা: কিভাবে এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলা করেছিলেন যার নিরাপত্তার কোনো অনুভূতি সেভাবে ছিল না?
এক কথায়, তিনি এটিকে আরো ভালো করার জন্য পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই অধ্যায়ে, আমরা নবী সা:-এর নতুন পরিবেশ অন্বেষণ করব, যেটি তিনি তার সংস্কার বাস্তবায়নের আগে মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন।
ঠিক যেমন কোনো ভালো নেতাকে পরিবর্তন আনতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার আগে পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করতে হয়।
(ক্রমশ...)

ইহকাল ও পরকাল সুখময় হবে যেভাবে

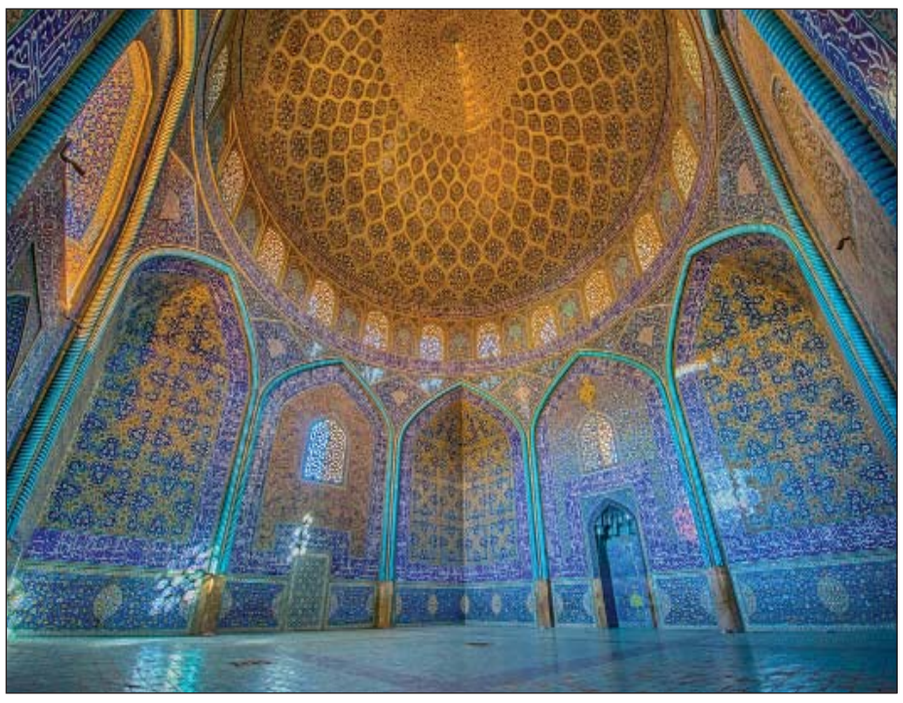

আপনজন ডেস্ক: ইনসাফ ও ইহসান এমন দুটি গুণ, যেগুলো অর্জন করলে ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুখময় হয়।
পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, (ইহসান) সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমা লঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।' (সুরা : আন নাহল, আয়াত : ৯০)
উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ প্রথমত তাঁর বান্দাদের ইনসাফের নির্দেশনা দিয়েছেন।
তাফসিরবিদদের মতে, এখানে ইনসাফের অর্থ ব্যাপক। ইনসাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রথমত আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে ইনসাফ করা। সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা একমাত্র উপাস্য মহান আল্লাহর একত্ববাদে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা থেকে বিরত থাকা।
আবার বান্দার ক্ষেত্রে ইনসাফ হলো, ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা। কারো ওপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকা।
দ্বিতীয় নির্দেশনা হলো, ইহসান। এর আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। যা ওয়াজিব নয় তা অতিরিক্ত প্রদান করা। যেমন–অতিরিক্ত সদকা। (ফাতহুল কাদির)
ইহসান দুই প্রকার–এক. সৃষ্টিকর্তার ইবাদতে ইহসান। যেমন–ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসানের অর্থ হাদিসে জিবরিলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, লোকটি (জিবরিল) জিজ্ঞেস করল, ইহসান কী? তিনি বলেন, ইহসান হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত এমন নিষ্ঠার সঙ্গে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ।
আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে (জানবে) আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। (বুখারি, হাদিস : ৪৭৭৭)
আবার বান্দার আচরণে ইহসানের অর্থ হলো, মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করা। তাদের প্রাপ্য হক আদায় করা। যেমন–পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা ইবাদত করো আল্লাহর, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক কোরো না। আর সদ্ব্যবহার করো মাতা-পিতার সঙ্গে, নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে, এতিম, মিসকিন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথি, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সঙ্গে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদের যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৩৬)
এই আয়াতে মহান আল্লাহ সব শ্রেণির মানুষের প্রতি ইহসান করার তাগিদ দিয়েছেন।

সাক্ষী হিসেবে সর্বমহান আল্লাহই যথেষ্ট

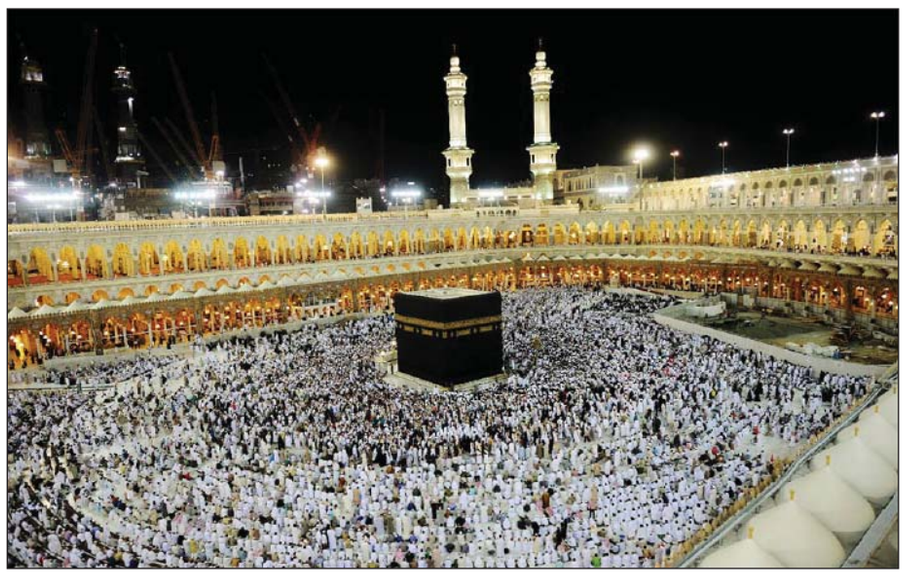

আপনজন ডেস্ক: হজরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-র বরাতে এই হাদিসটির বর্ণনা আছে। তিনি নবী সা.-এর কাছে নিচের ঘটনাটি শুনেছেন।
বনি ইসরাইলের এক লোক অন্য এক লোকের কাছে এক হাজার দিনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণদাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী আনো, আমি তাদের সাক্ষী রাখব। সে বলল, সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।
তখন (ঋণদাতা) বলল, তাহলে একজন জামিনদার উপস্থিত করো। সে বলল, জামিনদার হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।
ঋণদাতা বলল, তুমি সত্য বলেছ। এরপর নির্ধারিত সময়ে তাকে এক হাজার দিনার দিয়ে দিল।
তারপর ঋণগ্রহীতা সমুদ্রে সফর করল। সে তার কাজ শেষ করে সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু সে কোনো বাহন পেল না।
তখন সে এক টুকরা কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করে ঋণদাতার নামে একটি চিঠি এবং এক হাজার দিনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্র বন্ধ করে সমুদ্রতীরে এসে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো আমি অমুকের কাছে এক হাজার দিনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে জামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই জামিন হিসেবে যথেষ্ট। এতে সে রাজি হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, তাতে সে রাজি হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার কাছে সোপর্দ করলাম। এই বলে সে কাঠের টুকরাটি সমুদ্রে ছুড়ে মারল। আর কাঠের টুকরাটি সমুদ্রে ডুবে গেল। লোকটি ফিরে গিয়ে নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল।
এদিকে ঋণগ্রহীতা কোনো নৌযানে করে তার মাল নিয়ে আসে কিনা, সে আশায় ঋণদাতাটি গেল সমুদ্রতীরে। তার চোখ কাঠের টুকরাটির ওপর পড়ল, যার ভেতরে ছিল দিনার। সে কাঠের টুকরাটি তার পরিবারের জ্বালানি হিসেবে বাড়ি নিয়ে গেল। কাঠটি চেড়ার পর সে দিনার আর চিঠিটি পেয়ে গেল।
কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাজার দিনার নিয়ে এসে হাজির হলো। বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনার দিনার যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি এই যে এখন নৌযানে করে এলাম, তার আগে আর কোনো নৌযান পাইনি।
ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার কাছে কিছু পাঠিয়েছিলে?
ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে এর আগে আর কোনো নৌযান পাইনি।
সে বলল, তুমি কাঠের টুকরার ভেতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে আমাকে আদায় করিয়ে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাজার দিনার নিয়ে ফিরে গেল।
(সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ২২৯১)

আজানের পর দোয়া পড়ার ফজিলত

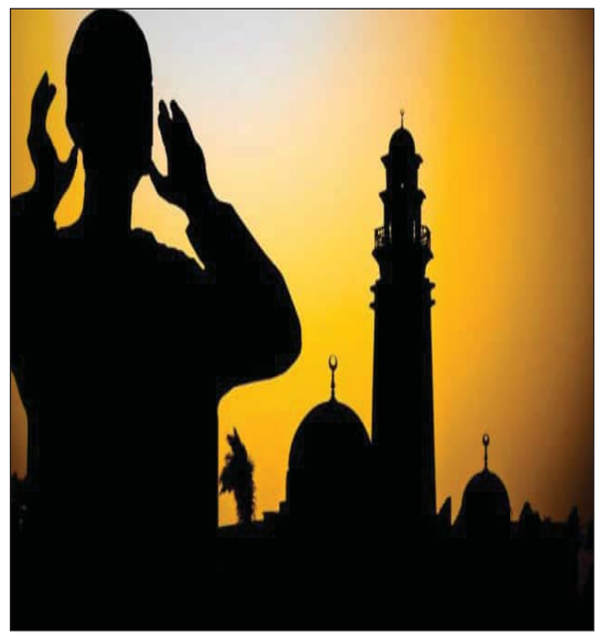

আপনজন ডেস্ক: আজান মুসলিমদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন ফরজ বিধান নামাজ আদায়ের জন্য আজান দেওয়া হয়। যিনি আজান দেন তাকেই মুয়াজ্জিন বলা হয়। নামাজের যেমন গুরুত্ব রয়েছে, ঠিক তেমনি আজানেও গুরুত্ব রয়েছে।
আজানের পর রাসূল সা. একটি দোয়া পড়তে বলেছেন-
اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রববা হাজিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাহ, ওয়াস সালাতিল কাইমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদিলাহ, ওয়াবআছহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাজি ওয়াআদতাহ।
অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব। মুহাম্মদ সা.-কে (জান্নাতে প্রবেশের) মাধ্যম এবং (সবার মধ্যে বিশেষ) সম্মান দান করুন। তাকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দিন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাকে দিয়েছেন।
জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আজান শুনে উল্লিখিত দোয়া পড়বে কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ থাকবে। (বুখারি, হাদিস : ৬১৪)

ফাইনালের আগেই চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে দেওয়াটা ভুল হয়েছে ভারতের: আকরাম

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপের ফাইনালের পর প্রায় ১০ দিন পেরিয়ে যাচ্ছে। ফাইনালে ভারতের হারের কারণ নিয়ে এখনো কাটাছেঁড়া চলছে। পাকিস্তানের কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম 'স্টার স্পোর্টস'-এ ভারতের হার নিয়ে নিজের মতামত দিয়েছেন।
সর্বকালের অন্যতম সেরা এই পেসারের মতে, ফাইনালের আগেই ভারতকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। কাজটা ভুল হয়েছে বলে মনে করা ওয়াসিম ভারতের ভক্ত থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও টিভি চ্যানেলগুলোকেও দুষেছেন। গত ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৬ উইকেটে হারে ভারত। লিগ পর্ব ও সেমিফাইনাল মিলিয়ে আগের ১০ ম্যাচে দাপুটে জয় তুলে নেওয়া রোহিত শর্মার দল ফাইনালের আগে ব্যাট করে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি করতে পারেনি। মাত্র ২৪০ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা।
টুর্নামেন্টজুড়ে দুর্দান্ত খেলা ভারতের বোলাররা এই পুঁজি জয়ের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ করতে পারেননি। ৪২ বল হাতে রেখেই মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে ফাইনালে জিতে রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া। ওয়াসিম আকরামের যুক্তি, ভারতকে নিয়ে প্রত্যাশাটা স্বাভাবিক। কিন্তু ফাইনালের আগেই তাদের চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে দেওয়াটা ভুল, 'বুঝতে পারছি, (ভারতীয়) জাতির জন্য এটা হজম করা কঠিন হবে। কারণ, টুর্নামেন্টজুড়েই দলটি খুব ভালো খেলেছে। টানা ১০ ম্যাচ জিতেছে। অর্থাৎ ধারাবাহিকতা ছিল। টিভি চ্যানেল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমর্থকেরা... আপনারা আগেই ভারতকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছেন। আমি দুঃখিত, এই ভুলটা স্বীকার করুন।' ভারত এমনিতেই ক্রিকেটপাগল দেশ। বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকেই প্রত্যাশা বেশ বড়ই ছিল রোহিত শর্মার দলকে ঘিরে। এ ব্যাপারটি অনেকটাই ফুটবলে ব্রাজিলের মতো।
চ্যাম্পিয়ন হওয়াই সফলতার একমাত্র পূর্বশর্ত, ফাইনালেও উঠে হারলেও সেটিকে ধরা হয় ব্যর্থতা হিসেবে।
স্বাগতিকেরা ফাইনালের আগপর্যন্ত সে প্রত্যাশা মিটিয়েছিল ভালোভাবেই। লিগ পর্ব ও সেমিফাইনালে তাদের সামনে বলতে গেলে দাঁড়াতেই পারেনি প্রতিপক্ষ দলগুলো। দল এমন পারফরম্যান্স করায় স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গলা চড়েছে ভারতের ভক্তদের। ভারতের টিভি চ্যানেলগুলোও চুপ করে বসে থাকেনি। রোহিতের হাতে শুধু শিরোপাটা ওঠাই বাকি–টিভিতে এমন সুরে বিশেষজ্ঞ মতামতও দিয়েছিলেন অনেকেই।
পাকিস্তানের হয়ে ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী ওয়াসিম বলেন, 'দল ভালো খেলায় আপনারা জনমানুষের প্রত্যাশা বাড়িয়েছেন। এটা পুরোপুরি আপনাদের দোষ না। তারা খুবই ভালো ক্রিকেট খেলছিল। কিন্তু মাত্র একটা বাজে ম্যাচই পার্থক্য গড়ে দিল। অস্ট্রেলিয়াকে কৃতিত্ব দিতেই হয়।'

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি থেকে আপাতত বিরতিতে কোহলি

আপনজন ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে রেকর্ডের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলি। এক বিশ্বকাপ আসরে সর্বোচ্চ ৭৬৫ রান করে পেয়েছেন টুর্নামেন্ট-সেরার স্বীকৃতি। কিন্তু ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত হেরে যাওয়ায় একরাশ হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে।
বিশ্বকাপ শেষ হতে না হতেই আবারও মুখোমুখি দুই ফাইনালিস্ট ভারত-অস্ট্রেলিয়া। আইসিসির বাধ্যবাধকতা থাকায় দুই দল করোনাকালের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে এখন। প্রায় দুই মাস বিশ্বকাপ খেলার পর কোহলি এই সিরিজে বিশ্রামে রয়েছেন। ধারণা করা হয়েছিল, আগামী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর দিয়ে ফিরবেন। কোহলি ফিরবেন ঠিকই। তবে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে দিয়ে নয়, টেস্ট দিয়ে। ৩৫ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান আপাতত সাদা বলের ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে চান বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ।
পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে আগামী ৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে দেশ ছাড়বে ভারতীয় দল। সেই সফরে তারা খেলবে তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে এবং দুটি টেস্ট। ১০ ডিসেম্বর প্রথম টি-টোয়েন্টি দিয়ে শুরু হবে ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর। প্রথম ওয়ানডে ১৭ ডিসেম্বর। আর টেস্ট সিরিজ শুরু ২৬ ডিসেম্বর বক্সিং ডেতে। কোহলি এই তিন সিরিজের মধ্যে শুধু টেস্ট খেলবেন বলে জানিয়েছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) একটি বিশ্বস্ত সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে বলেছে, 'সে

(কোহলি) বিসিসিআই ও নির্বাচকদের জানিয়েছে, সাদা বলের ক্রিকেট থেকে তার বিশ্রাম দরকার। যখন সে চাইবে, আবার ফিরবে। এ মুহূর্তে সে শুধু লাল বলের ক্রিকেট খেলতে চায়। এর মানে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাকে দুটি টেস্ট ম্যাচে পাওয়া যাবে।'
আগামী জুন-জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সাদা বলের ক্রিকেট থেকে বিরতিতে চলে যাওয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই সংস্করণে শুধু একটি সিরিজ খেলার সুযোগ পাবেন কোহলি। জানুয়ারির মাঝামাঝিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ভারতে যাবে আফগানিস্তান। কোহলি সেই সিরিজেও না ফিরলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই সংস্করণে আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন না। আইপিএল খেলে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারতে হবে। এদিকে সাদা বলের ক্রিকেট থেকে কোহলি বিরতিতে যাওয়ায় অনেকের মনে একটা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করতে শুরু করেছে–তবে কি তিনি ধীরে ধীরে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন?
অবশ্য সম্ভাব্য আরেকটি কারণও আছে। কোহলির স্ত্রী আনুশকা শর্মা নাকি অন্তঃসত্ত্বা। নতুন বছরেই তাঁদের ঘরে আসতে চলেছে নতুন সদস্য। এই সময়টা তাই আনুশকার পাশেই থাকতে চাইছেন কোহলি। বিশ্বকাপ শেষে লন্ডনে গেছেন কোহলি। আপাতত পরিবারের সঙ্গে সেখানে ছুটি কাটাচ্ছেন। অধিনায়ক রোহিত শর্মাও ছুটি কাটাতে গেছেন যুক্তরাজ্যে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, রোহিত ভারতে ফিরলেই দলের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহ ও প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার। অবশ্য এর আগে জানা গিয়েছিল, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আর খেলবেন না রোহিত। গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকেই এ সংস্করণের বাইরে আছেন ভারত অধিনায়ক।

প্রধান ক্রিকেট কোচ পদে অবশেষে বহাল থাকছেন রাহুল দ্রাবিড়

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ পদে থাকছেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন তিনি। তবে ঠিক কত দিন দ্রাবিড়ের মেয়াদ বেড়েছে, সেটা এখনো জানা যায়নি। অন্তত ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত দ্রাবিড় থাকছেন, এটুকু নিশ্চিত করেছে ইএসপিএন ক্রিকইনফো। দ্রাবিড় তাঁর চুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছেন না, এমন গুঞ্জন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্বকাপের পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল।ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া এর আগে জানিয়েছিল, চুক্তি নবায়ন করতে রাজি নন দ্রাবিড়। দুই বছরের চুক্তিতে ২০২১ সালের নভেম্বরে ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন দ্রাবিড়। যে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় ভারত বিশ্বকাপ শেষে। তাঁর অধীনে ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারলেও জিতেছে এশিয়া কাপ। তিন সংস্করণেই দলকে তিনি আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষেও তুলেছেন।
ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, দ্রাবিড় সরে গেলে বর্তমান ভারত দলের সমন্বয়ে কিছুটা জটিলতা তৈরি হতে পারে। গত দুই বছরে তিনি ও তাঁর সহকারীরা দলটাকে যেভাবে গুছিয়ে তুলেছেন, তাতে বোর্ড কর্তারা সন্তুষ্ট। সে কারণেই দ্রাবিড়কে চেয়েছেন তাঁরা।
দ্রাবিড় নতুন প্রস্তাবে রাজি হওয়ায় নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি। বিবৃতিতে বলেছেন, 'ভারতের সাফল্যের পেছনে রাহুল দ্রাবিড়ের দূরদর্শিতা, পেশাদারত্ব, অদম্য পরিশ্রম অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রধান কোচের দায়িত্বে থেকে যাওয়ার প্রস্তাবে সে রাজি হওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি। এটা বিসিসিআই ও তাঁর মধ্যে যে সম্মানের সম্পর্ক ও দুই পক্ষের লক্ষ্য যে এক, সেটা প্রকাশ করে।'
নতুন মেয়াদে কোচ হয়ে দ্রাবিড় বলেছেন, 'গত দুই বছর ভারতীয় দলের সঙ্গে পথচলাটা খুবই স্মরণীয় ছিল। এই পথচলায় একসঙ্গে আমরা উত্থান-পতন দেখেছি। দলে একের অন্যের প্রতি যে আস্থা, সেটা বিস্ময়কর। ড্রেসিংরুমের এই সংস্কৃতি নিয়ে আমি সত্যিই গর্ব করি। আমার ওপর ভরসা রাখার জন্য, আমার লক্ষ্যের প্রতি ভরসা রাখার জন্য ও প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়ার জন্য বিসিসিআইকে ধন্যবাদ জানাই।' দ্বিতীয় মেয়াদে দ্রাবিড়ের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হতে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর। যে সফরে ৩টি-টোয়েন্টি, ৩টি ওয়ানডে ও দুটি টেস্ট খেলবে ভারত। এরপর বিশ্বকাপের আগে ভারত খেলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ।

সোফায় বসে ফোনে কথা বলার মুহূর্তকে ফ্রেমবন্দী করেছেন ফুটবল কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান

টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ শতরান: রোহিতদের সঙ্গে দাভিজি, ফাহিমও

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি শতকের মালিক এখন দুজন–রোহিত শর্মা ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। রোহিত চতুর্থ শতক তুলে নেন পাঁচ বছর আগে।
২০১৮ সালে লক্ষ্ণৌতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১১১ রান করেছিলেন রোহিত।
ম্যাক্সওয়েল এই সংস্করণে সর্বশেষ শতকটি করেন গতকাল ভারতের বিপক্ষে, সেটি টি-টোয়েন্টিতে তাঁর চতুর্থ শতক। তিনটি করে শতক আছে বাবর আজম, সূর্যকুমার যাদব, কলিন মানরোদের। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ শতকের তালিকায় কিছু নাম অপরিচিত লাগতে পারে। এই যেমন চেক প্রজাতন্ত্রের সাবাউন দাভিজি। এই ওপেনার দেশের হয়ে ৩১ টি-টোয়েন্টিতে শতক করেছেন তিনটি।
তাঁর তিনটি শতক এসেছে মাল্টা, বুলগেরিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে। সার্বিয়ার এলএ দুনবারের শতক দুটি। ২৩ ম্যাচ খেলা এই ব্যাটসম্যানের দুটি শতকই বুলগেরিয়ার বিপক্ষে। দুটি শতক আছে সুইজারল্যান্ডের ফাহিম নাজিরের। চারটি শতকের মধ্যে ম্যাক্সওয়েলের তিনটি শতকই এসেছে রান তাড়ায়। রান তাড়ায় টি-টোয়েন্টিতে যা সর্বোচ্চ। ম্যাক্সওয়েলের দুটি শতক এসেছে ভারত ও একটি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

রোনাল্ডো ভক্ত হওয়ায় গারনাচোকে 'আনফলো' করেছেন মেসি

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে অভিষেক হয়ে গেছে আলেহান্দ্রো গারনাচোর। পেয়েছেন লিভিং লেজেন্ড লিওনেল মেসির সান্নিধ্যও। আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের সতীর্থ হলেও গারনাচোর পছন্দ রোনাল্ডোকে। বিষয়টি নাকি পছন্দ নয় মেসির। যে কারণে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে গারনাচোকে 'আনফলো' করেছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। এমনই দাবি ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবলার রিও ফার্দিনান্দের। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে নিজের আদর্শ মানেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। খবরটি নতুন নয়। তবে প্রসঙ্গটি ফের লাইমলাইটে আর্জেন্টাইন তরুণের চোখ ধাঁধানো এক বাইসাইকেল গোলের কারণে। গত রোববার এভারটনের বিপক্ষে করা ম্যানইউ উইঙ্গারের গোলটির সঙ্গে রোনাল্ডোর মিল খুঁজছেন অনেকে। শুধু ফুটবলপ্রেমীরা নয়, গারনাচো নিজেও ক্রিস্টিয়ানোর বাইসাইকেল গোলের ছবির সঙ্গে নিজের ফটো কোল্যাজ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। এমনকি গোলটির পর রনের আইকনিক 'সুউউ' সেলিব্রেশনও করেন তিনি। নিজে আর্জেন্টাইন হয়েও পর্তুগিজ সুপারস্টার রোনাল্ডোকে আদর্শ মানায় গারনাচোর প্রশংসা করেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গ্রেট ফার্দিনান্দ।
নিজের পডকাস্ট অনুষ্ঠান 'ভাইব উইদ ফাইভ'-তে তিনি বলেন, 'আপনি জানেন তার (গারনাচো) কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমার? সে কাউকে তোয়াক্কা করে না।'

মেসির নামে তার জন্মস্থানের নাম চান সেখানকার বাসিন্দারা

আপনজ ডেস্ক: গত বছরের ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ ফুটবল জিতে সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করেছিলেন লিওনেল মেসি। ফুটবল জেতা সম্ভব–এমন প্রায় সবকিছুই এখন আছে মেসির ঝুলিতে। বিশ্বকাপ জয়ের পর একাধিকবার ফুটবলে আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই বলেও জানিয়েছিলেন মেসি। কিন্তু নিজের আকাঙ্ক্ষা না থাকলেও মেসির প্রাপ্তির ভান্ডারটা যেন ভরেই চলেছে। এবার মেসির সেই প্রাপ্তির খাতায় যোগ হলো অন্য রকম অর্জন। নিজ জন্মস্থানের একটি শহরের সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে মেসির নাম।
১৯৮৬ সালে ডিয়েগো ম্যারাডোনা সর্বশেষ বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন আর্জেন্টিনাকে। এরপর ঠিক ৩৬ বছরের মাথায় এসে লিওনেল মেসি আবারও বিশ্বকাপ জেতান আর্জেন্টিনাকে। তবে বিশ্বকাপ জেতার পথটা মেসির জন্য মোটেই সহজ ছিল না। একের পর এক ব্যর্থতা পথ আগলে ধরেছিল। ব্যর্থতায় আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায়ও বলে দিয়েছিলেন। নিজ দেশেই যে কঠিন সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু সেসব ভুলে ঠিকই ফিরে আসেন মেসি। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে এনে দেন তৃতীয় বিশ্বকাপ শিরোপা। যে মেসিকে একসময় আর্জেন্টিনায় 'খলনায়ক' হিসেবে দেখা হচ্ছিল, তিনি এখন সেখানে নায়কদেরও নায়ক। মেসিকে এখন তাঁর জন্মস্থানও দিতে চায় অন্য রকম এক সম্মান। আর্জেন্টিনার যে প্রদেশে তাঁর জন্ম, সেই সান্তা ফের একটি শহরের একাংশের নামকরণ করা হচ্ছে তাঁর নামেই। সান্তা ফের একটি এলাকার নাম বারিও রাফায়েল। এই এলাকার বাসিন্দারা সম্প্রতি তাঁদের এলাকার নাম মেসির নামে যেন হয়, সে জন্য ভোট দিয়েছেন। এলাকাটি গত এপ্রিলে তৈরি হয়েছে। আর এতে বাসিন্দারা বসবাস শুরু করেছেন। তবে বাসিন্দারা মেসির নামে নামকরণ চাইলেও এটি বাস্তবে পরিণত হতে কিছু আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন রয়েছে। সে কারণে এটি চট করেই হয়ে যাওয়ার সুযোগ কম।

রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা

আপনজ ডেস্ক: বিতর্কিত ডিজিটাল মুদ্রা (ক্রিপ্টোকারেন্সি) বিনান্সের প্রচারণার দায়ে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ২৭ নভেম্বর ফ্লোরিডার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ভুক্তভোগীদের পক্ষে তিনজন বাদী এই মামলার আবেদন করেন।
বাদীদের দাবি, বিনান্সে বিনিয়োগ করে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আর তাঁদের বিনিয়োগের পেছনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এই ক্রিপ্টোর পক্ষে রোনাল্ডোর প্রচারণা। ক্রিপ্টোবিষয়ক সংবাদমাধ্যম কয়েন টেলিগ্রাফকে উদ্ধৃত করে গোলডটকম জানিয়েছে, পর্তুগিজ তারকার বিরুদ্ধে মামলার বাদী হয়েছেন মিখায়েল সিজমোর, মিকি ভোংদারা এবং গর্ডন লুইস। তাঁরা সবাই বিনান্সে বিনোয়াগ করে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন। ২০২২ সালের মাঝামাঝি রোনাল্ডো তাঁর নিজস্ব এনএফটির (নন ফাঞ্জিবল টোকেনস বা একধরনের ডিজিটাল সম্পত্তি) প্রচারণা চালাতে বিনান্সের সঙ্গে চুক্তি করেন। মামলার আবেদনকারীদের দাবি, বিনান্সের অনিবন্ধিত ক্রিপ্টো সিকিউরিটিজের বিক্রি সম্পর্কে রোনাল্ডো জানতেন অথবা তাঁর জানানো উচিত ছিল। কারণ, বিনিয়োগে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৮৫ কোটির মতো অনুসারীও আছে। কিন্তু বাইরে থেকে পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ থাকার পরও রোনাল্ডো তাঁর অনুসারীদের বিনান্স-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রচারণায় তারকাদের পেমেন্ট গ্রহণের তথ্য প্রকাশের জন্য সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যে সতর্কবার্তা দিয়েছিল, সেটিও তিনি মানেননি।

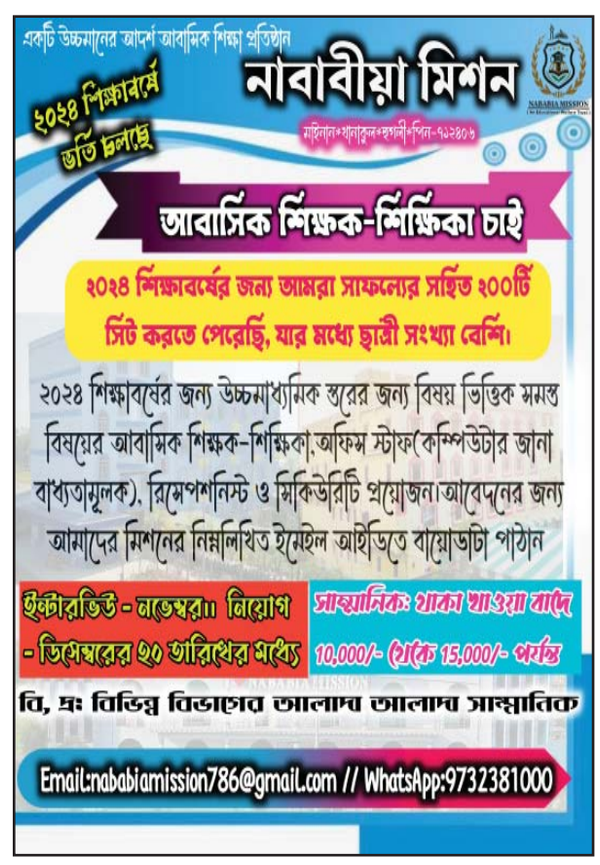

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**